ওয়াজ শিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্‌সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস" হইতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মুদ্রণ সন ১৪২১)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

ওয়াজ শিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ

(প্রথম ওয়াজ)

রোজা

(১) কোর-আন শরিফের ছুরা বাকারে লিখিত আছে,—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ط ☆

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা রাখা ফরজ করা হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদের উপর ফরজ করা হইয়াছিল, বিশেষ সম্ভব যে, তোমরা (গোনাহ সমূহ হইতে) বিরত থাক, (তোমরা) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক (রোজা কর)"।

(২) আরও উক্ত ছুরায় উল্লিখিত আছে,—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط ☆

"রমজান মাস—যাহার মধ্যে কোর-আন নাজিল করা হইয়াছে—যাহা লোকদিগের পথ প্রদর্শক এবং (সত্য) পথ প্রদর্শনের ও সত্য মিথ্যা প্রভেদ করার স্পষ্ট নিদর্শন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রমজান) মাস প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি যেন উহার রোজা রাখে। আর যে ব্যক্তি পীড়ত হয় কিম্বা প্রবাসে থাকে, সে ব্যক্তি প্রতি (এফতারের দিবস গুলির) পরিমাণ করিয়া অন্যান্য দিবসে (রোজা রাখা ফরজ)।

(৩) আরও উক্ত ছুরায় আছে,—

وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ع ☆

"এবং তোমরা (রমজান মাসে) পান ও আহার কর যতক্ষণ (না) ফজরের কাল রেখা (দূরীভূত হইয়া) স্বেত রেখা প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ ছোবহে-ছাদেক হওয়ার পূর্ব্বে ছোবহে-কাজেব থাকা পর্যন্ত পানাহার কর,) তৎপরে রাত্রির (আগমন) পর্য্যন্ত রোজা সমাপ্ত কর।"

(৪) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

হজরত বলিয়াছেন,—

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَ طَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَ

فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَ لَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ ☆

"আদম-সন্তানের প্রত্যেক সৎকার্য্যের ছওয়াব (ফল) বৃদ্ধি করা হয়, একটি নেকীর ফল দশ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত (বৃদ্ধি করা হয়), আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, কিন্তু রোজার (নেকী সীমাবদ্ধ নহে), কেননা উহা আমার বিশিষ্ট এবাদত এবং আমিই উহার বিনিময় প্রদান করিব, উক্ত রোজাদার আমার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে নিজের কামনা বাসনা ও খাদ্য ত্যাগ করে রোজাদারের পক্ষে দুইটি আনন্দ আছে,—তাহার এফতার কালীন একটি আনন্দ এবং তাহার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকালীন অপর আনন্দ এবং নিশ্চয় রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহতায়ালার নিকট মৃগনাভি অপেক্ষা সমধিক সৌরভময়। এবং রোজা ঢাল স্বরূপ (অর্থাৎ শয়তানের কুট-চক্রের প্রতিরোধক) তোমাদের কাহারও রোজার দিবস (আগত) হইলে, সে যেন কটু কথা বলে না এবং প্রলাপোক্তি না করে। যদি কেহ কটু কথা বলে বা তাহার সহিত সংগ্রাম করার প্রয়াস পায়, 'তবে সে যেন বলে, নিশ্চয় আমি রোজাদার।"

টিকাকারগণ বলিয়াছেন, কয়েকটি কারণে রোজাকে খোদাতায়ালার বিশিষ্ট এবাদত বলা হইয়াছে। প্রথম এই যে, খোদাকে পৃথিবীতে কেহ দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ রোজাকেও কেহ দর্শন করিতে পারে না। দ্বিতীয় খোদাতায়ালার পানাহার নাই, রোজাদার পানাহার বর্জ্জন করিয়া উক্ত গুনে গুণান্বিত হয়। তৃতীয় রোজাতে শরীরের রক্ত রস শুষ্ক হইয়া যায়, কাম শক্তি হ্রাস পায়, এবং শয়তানের গতিরোধ হইয়া যায়, এই কারণে উহাকে খোদার বিশিষ্ট এবাদত বলা হইয়াছে। কেয়ামতে

আল্লাহ বলিবেন তোমরা সমস্ত এবাদতের ফল প্রাপ্ত হইয়াছ, কেবল রোজার ফল প্রাপ্ত হও নাই, তোমাদের রোজার ফল আমিই প্রদান করিব, উহা আমার দর্শন লাভ। ইহা বেহেশতের সমস্ত সুখ হইতে সমধিক আনন্দদায়ক হইবে।

(৫) সহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

হজরত বলিয়াছেন,—

مَـنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَه' مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

وَ مَـنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَه' مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَ مَنْ

قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَه' مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ☆

"যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে এবং ছওয়াব (সুফল) প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রমজানের রোজা রাখে তাহার পূর্ব্বকৃত গোনাহ মার্জ্জনা করা যাইবে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস সহ এবং সুফল লাভ উদ্দেশ্যে রমজানে তারাবিহ পাঠ করে তাহার পূর্ব্বকার গোনাহ মাফ করা যাইবে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহ এবং সুফল প্রাপ্তির আশায় শবে-কদরে রাত্রি জাগরণ করে, তাহার পূর্ব্বকৃত গোনাহ মার্জ্জনা করা যাইবে।

(৬) (আহমদ ও নাছায়ী হজরতের নিম্নোক্ত হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন,—

اَتَـاكُـمْ رَمَـضَـانُ شَهْـرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَه'

تُـفْتَـحُ فِيْـهِ اَبْـوَابُ السَّمَاءِ وَ تُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَ تُغَلُّ فِيْهِ

مَـرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا

فَقَدْ حُرِمَ ☆

"তোমাদের নিকট রমজান উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বরকত বিশিষ্ট মাস, আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর উহার রোজা ফরজ করিয়াছেন, উক্ত মাসে আসমানের দ্বার উদঘাটন করা হয়, উহাতে দোজখের দ্বার রুদ্ধ করা হয় এবং উহাতে দুর্দ্দান্ত শয়তানগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। উক্ত মাসে আল্লাহতায়ালার (নির্দ্দেশিত) একটি রাত্রি আছে—যাহা সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, যে ব্যক্তি উহার কল্যাণ লাভে (উক্ত রাত্রির এবাদত করিতে) অসমর্থ হয়, সেই ব্যক্তি বঞ্চিত (মহরুম) থাকিল।

(৭) বয়হকি নিম্নোক্ত হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

اَلصِّيَامُ وَ الْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَ يَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ☆

" রোজা এবং কোরআন বান্দার জন্য শাফায়াত করিবে, রোজা বলিবে হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি উক্ত রোজাদারকে দিবসে খাদ্য ও কাম্য বিষয়গুলি হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম, কাজেই তুমি তাহার সম্বন্ধে আমার সুপারিশ কবুল কর। আর কোরআন বলিবে, আমি তাহাকে রাত্রিতে নিদ্রা হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম, তুমি তাহার সম্বন্ধে আমার সুপারিশ কবুল কর। তখন উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে।"

(৮) বয়হকি নিম্নোক্ত হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهٗ فَرِيْضَةً وَّ قِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا مَّنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَ مَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَ هُوَ

شَهْرُ الصَّبْرِ وَ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهْرُ الْمُوَاسَاتِ وَ شَهْرٌ يُّزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ ☆

"আল্লাহতায়ালা উহার রোজা ফরজ করিয়াছেন এবং উহার রাত্রি জাগরণ নফল করিয়াছেন। যে ব্যক্তি কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া (আল্লাহ তায়ালার) নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির তুল্য হইল—যে অন্য মাসে একটি ফরজ আদায় করিল, আর যে ব্যক্তি উক্ত রমজানে একটি ফরজ আদায় করিল, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির তুল্য হইল। যে অন্য মাসে ৭০টি ফরজ আদায় করিল। উহা ধৈর্য্যধারণের মাস, ধৈর্য্য ধারণের ফল বেহেশ্ত। (উহা) সহানুভূতির মাস এবং উহাতে ইমানদারের জীবিকা (রুজি) বৃদ্ধি করাহয়।

(৯) আরও উল্লিখিত হইয়াছে।

مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهِ وَ عِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَ كَانَ لَهُ مِثْلَ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْءٌ ...... يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ مَّاءٍ وَّ مَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لَّا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ هُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَّ اَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَّ اٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَ مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهٖ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَ اَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ☆

"যে ব্যক্তি উক্ত মাসে কোন রোজাদারকে এফতার খাওয়াইবে, তাহার (ছগিরা) গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে, দোজখের অগ্নি হইতে তাহার নিষ্কৃতি লাভ হইবে এবং তাহার পক্ষে সেই রোজাদারের তুল্য নেকী (লাভ) হইবে, কিন্তু ইহাতে সেই রোজাদারের নেকির তারতম্য হইবে না। যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে দুগ্ধের শরবত, খোর্ম্মা বা পানি দ্বারা এফতার করাইবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে উক্ত ছওয়াব প্রদান করিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে উদরপূর্ণ করিয়া খাওয়াইবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে আমার 'হাওজ' হইতে এইরূপ শরবত পান করাইবেন যে, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করা অবধি তৃষ্ণাযুক্ত হইবে না। এই মাসের প্রথম অংশে রহমত (নাজিল) হয়, মধ্যমাংশে (লোকদের) গোনাহ মাফ হয় এবং শেষাংশে দোজখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি উক্ত মাসে নিজ ক্রীতদাসের প্রতি সহজ ব্যবহার করে, আল্লাহ তাহার গোনাহ মাফ করেন এবং তাহাকে দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তি দেন।

(১০) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ اِلَّا الصَّائِمُوْنَ ☆

"বেহেশ্‌তের আটটি দ্বার আছে— তন্মধ্যে একটি 'রাইয়ান' নামে অভিহিত উহার মধ্যে রোজাদারগণ ব্যতীত কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।"

(১১) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَ شَرَابَهٗ ☆

"যে ব্যক্তি বাতীল কথা ও বাতীল কার্য্য ত্যাগ না করে, আল্লাহতায়ালা তাহার খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করাতে সন্তুষ্ট নহেন।"

(১২) দারমি উল্লেখ করিয়াছেন,—

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الظَّمَاءُ وَ كَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهَرُ ☆

"অনেক রোজাদার এরূপ আছে—যাহার রোজাতে তৃষ্ণাযুক্ত থাকা ব্যতীত কোন ফল হয় না। অনেক রাত্রির এবাদতকারী এরূপ আছে—যাহার রাত্রির এবাদতে জাগরিত থাকা ব্যতীত কোন লাভ হয় না।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, রোজা তিন প্রকার—প্রথম পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম ত্যাগ করিলে রোজা জায়েজ হয়, ইহা সাধারণ লোকের রোজা।

দ্বিতীয়—সমস্ত শরীরকে গোনাহ হইতে বিরত রাখিতে হয়, চক্ষুকে অবৈধ দর্শন হইতে, রসনাকে পরনিন্দা, মিথ্যাকথা, মিথ্যা শপথ, কটুবাক্য, প্রলাপ ও বিদ্রুপ ইত্যাদি হইতে, কর্ণকে নিষিদ্ধ শ্রবণ হইতে, হস্তপদকে নিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে উদরকে হারাম ও সন্দেহের বস্তু ভক্ষণ হইতে বিরত রাখিতে হইবে এবং এফতারের সময় অধিক পরিমাণ হালাল খাদ্য ভক্ষণ হইতে বিরত থাকিবে। এফতারের পরে রোজা মঞ্জুর হওয়ার আশা ও না-মঞ্জুর হওয়ার ভয় হৃদয়ে পোষণ করিবে। ইহা মধ্যম বা খাস লোকদের রোজা।

তৃতীয়—ছিদ্দিক ও নবিগণের রোজা, উপরোক্ত কার্য্য সমূহ হইতে বিরত থাকা সত্ত্বেও খোদাতায়ালার খেয়ান ব্যতীত পার্থিব চিন্তা অন্তরে স্থান না দেওয়া এবং খোদার ছামাদিয়তের ফয়েজে নিমগ্ন থাকা।

দ্বিতীয় ওয়াজ

হজ্জের বিবরণ

(১) কোর-আন,—(ছুরা আলে ইমরান)

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

আল্লাহতায়ালার জন্য লোকের উপর—যে ব্যক্তি হজ্জের পাথেয় (অর্জ্জনে) সক্ষম হইয়াছে, (তাহার উপর) কা'বা গৃহের উদ্দেশ্যে হজ্জ ব্রত উদ্‌যাপন করা (ফরজ)।"

(২) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَ لَدَتْهُ اُمُّهٗ ☆

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করে, তৎপরে (হজ্জ কালে) স্ত্রী সঙ্গম না করে এবং কুকর্ম্ম না করে, সে ব্যক্তি যে দিবস তাহার মাতা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল সেই দিবসের ন্যায় (বেগোনাহ অবস্থায়) প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

(৩) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ ☆

"এক 'ওমরা' হইতে অন্য 'ওমরা' পর্য্যন্ত যে (ছগিরা) গোনাহ হয়, তাঁহা উক্ত 'ওমরা' করাতেই মাফ হইয়া যাইবে। মকবুল হজ্জের বিনিময় বেহেশত ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

(৪) শরহোছ সুন্নাহ কেতাবে আছে,—

اِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِىْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ اَتَوْنِىْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاجِّيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ فُلَانٌ كَانَ يُرْهَقُ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانَةٌ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ☆

যখন "আরাফাতে'র দিবস উপস্থিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার রহমত প্রথম আসমানের দিকে নাজিল হয়, তখন আল্লাহ হাজি দিগের জন্য ফেরেশতাগণের নিকট গৌরব করিতে থাকেন এবং বলেন, তোমরা আমার বান্দাগণের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহারা রুক্ষকেশে ধুলায় ধুসরিত অবস্থায় প্রত্যেক দুরপথ হইতে উচ্চারণে "লাব্বায়কা" বলিতে বলিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিতেছি যে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে মাফ করিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন হে প্রতিপালক, অমুক অমুক পুরুষ লোক কুকর্ম্ম করার দোষে দোষান্বিত এবং অমুক স্ত্রীলোকও ঐরূপ। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে মাফ করিলাম।

(৫) সহিহ মোছলেম,—

قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُّعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ اِنَّهٗ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِىْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلَاءِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আরাফার দিবস যেরূপ অধিক পরিমাণ বান্দাকে দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তি দেন অন্য কোন দিবস এরূপ নহে। নিশ্চয় আলাহতায়ালার রহমত নিকটবর্ত্তী হয়, তৎপরে তিনি উক্ত বান্দাগণের সম্বন্ধে ফেরেশতাগণের নিকট গৌরব করিয়া বলেন, ইহারা কিসের সঙ্কল্প (ইচ্ছা) করিয়াছে।"

(৬) বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَارُ أِىَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَفِيْهِ اَصْغَرُ وَ لَا اَدْحَرُ وَ لَااَحْـقَـرُ وَ لَا اَغْيَـظُ مِنْهُ فِىْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ مَا ذَاكَ اِلَّا لِمَا يَرٰى مِـنْ تَـنَـزُّلِ الـرَّحْـمَةِ وَ تَـجَاوُزِ اللّٰهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ اِلَّا مَـارُأِىَ يَـوْمَ بَـدْرٍ فَـقِيْـلَ مَارُ أِىَ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَاِنَّه' قَدْ رَأٰى جِبْرَئِيْلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ ☆

"শয়তান আরাফার দিবস যেরূপ ক্ষুদ্র, লাঞ্চিত অবস্থায় বিতাড়িত, হেয়, ও ক্রোধান্বিত দৃষ্টিগোচর হয়, এরূপ অন্য কোন দিবস দৃষ্টিগোচর হয় নাই, রহমত নাজিল হওয়া ও আল্লাহতায়ালার বৃহৎ বৃহৎ গোনাহ মার্জ্জনা করা দেখিয়াই তাহার এইরূপ অবস্থা হয়। কেবল বদর যুদ্ধের দিবস শয়তান (ঐরূপ অবস্থায়) দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল। লোকে বলিল, বদরের দিবস শয়তান কি দেখিয়াছিল ? হজরত বলিলেন, নিশ্চয় শয়তান (হজরত) জিবরাইল (আঃ) কে দেখিয়াছিল যে, তিনি ফেরেশতাগণকে সারি সারি সন্নিবেশ করিতেছেন।"

এবনে-মাজা ও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন,—

"হজরত নবি (ছাঃ) আরাফার সন্ধ্যাকালে উম্মতের গোনাহ

মার্জ্জনার জন্য দোওয়া করিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালা সংবাদ পাঠাইলেন, লোকের হক সমূহ ব্যতীত তাহাদের গোনাহ মার্জ্জনা করিলাম, নিশ্চয় আমি তাহার নিকট হইতে প্রপীড়িত ব্যক্তির হক বুঝিয়া লইব। হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে প্রপীড়িতকে বেহেশ্‌ত প্রদান পূর্ব্বক অত্যাচারী (হাজী) কে মার্জ্জনা করিতে পার। সেই সন্ধ্যাকালে হজরতের দোয়া মঞ্জুর হয় নাই। হজরত প্রভাতে মোজদালেফাতে পুনরায় উক্ত দোয়া করেন, সেই সময় তাঁহার দোয়া মঞ্জুর হয়। তখন হজরত হাস্য করিয়া উঠিলেন, ইহাতে (হজরত) আবুবকর এবং ওমার (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতা ও মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, এই সময়টি আপনার হাস্য করার সময় নহে, কি জন্য আপনি হাস্য করিতেছেন? আল্লাহ আপনার দান্দান (দন্ত) মোবারককে সহাস্য করুন। হজরত বলিলেন, আল্লাহতায়ালা আমার দোয়া কবুল করিয়াছেন এবং আমার উম্মতের গোনাহ মার্জ্জনা করিয়াছেন, খোদার শত্রু শয়তান ইহা অবগত হইয়া মৃত্তিকা লইয়া নিজের মস্তকে ছড়াইতেছে এবং হায়! সর্বনাশ! শব্দ করিতেছে, আমি তাহার ঐ চাঞ্চল্য দেখিয়া হাস্য করিতেছি।"

(৮) আহমদ ও তেরমেজি বলিয়াছেন,—

نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَا يَا بَنِىْ اٰدَمَ ☆

"হাজারে-আছওয়াদ নামক প্রস্তর বেহেশ্‌ত হইতে নাজিল হইয়াছিল, উহা দুগ্ধ অপেক্ষা সমধিক শুভ্র (ছফেদ) কিন্তু আদম সন্তানদিগের গোনাহরাশি উহাকে কালিমাময় করিয়া ফেলিয়াছে।"

(৯) তেরমেজি ও এবনো-মাজা উল্লেখ করিয়াছেন,—

وَا للّٰهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهٗ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهٖ يَشْهَدُ عَلٰى مَنِ اسْتَلَمَهٗ بِحَقٍّ ☆

"আল্লাহ তায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি, সত্যই আল্লাহ কেয়ামতের দিবস 'হাজারে-আছওয়াদ প্রস্তরটি প্রেরণকরিবেন, উহার দুইটি চক্ষু হইবে—তদ্বারা দর্শন করিবে এবং উহার একটি রসনা হইবে-তদ্বারা কথা বলিবে, যে ব্যক্তি সত্যভাবে উহার চুম্বন করিবে, উক্ত প্রস্তর তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।"

(১০) তেরমেজি দুর্ব্বল ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ مَلَکَ زَادَ وَ رَاحِلَةً تُبَلِّغُه' اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا ☆

"যে ব্যক্তি এরূপ পাথেয় (সংগ্রহে) সক্ষম হইয়াছে—যাহা তাহাকে কা'বাগৃহে পৌঁছাইতে পারে অথচ সে ব্যক্তি হজ্জ করিল না, তাহার পক্ষে য়িহুদী কিম্বা খ্রীষ্টান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া সমান।"

(১১) বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِیْ بَعْدَ مَوْتِیْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِیْ فِیْ حَيَاتِیْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করিয়া আমার মৃত্যুর পরে আমার গোর 'জিয়ারত' করিল, সে ব্যক্তি যেন আমার জীবদ্দশায় আমার জিয়ারত (দর্শন লাভ) করিল।"

(১২) বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ زَارَنِیْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِیْ جِوَارِیْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ مَنْ سَكَنَ الْمَدِيْنَةَ وَ صَبَرَ عَلٰى بَلَائِهَا كُنْتُ لَه' شَهِيْدًا وَّ شَفِيْعًا

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ مَّاتَ فِىْ اَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ☆

"যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে (খাঁটি নিয়তে) আমার জিয়ারত করে, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবসে আমার নিকটবর্ত্তী (ও তত্ত্বাবধানে) থাকিবে। আর যে ব্যক্তি মদিনা শরীফে অবস্থিতি করিয়া উহার বিপদের উপর ধৈর্য্য ধারণ করিবে, আমি কেয়ামতের দিবস তাহার সাক্ষ্যদাতা ও শাফায়াতকারী হইব। আর যে ব্যক্তি মক্কা কিম্বা মদিনা শরিফে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতে তাহাকে নির্ভীক দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া জীবিত করিবেন।

(১৩) এমাম গাজ্জালী 'এহইয়াওল-উলুম' কেতাবে লিখিয়াছেন।

"পীর আলী বেনে মোয়াফেক (রঃ) বলিয়াছেন, আমি হজ্জ করিতে গিয়া রাত্রিতে মিনাতে মছজিদোল-খায়ফে নিদ্রিত ছিলাম, এমতাবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখিলাম যেন দুই জন ফেরেশতা সবুজ রঙের বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আসমান হইতে নামিয়া আসিলেন, একজন অন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার কত সংখ্যক লোক হজ্জে আগমন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, ছয় লক্ষ লোক এবার হজ্জে আগমন করিয়াছেন? দ্বিতীয়বার প্রথম ফেরেশতা অন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের মধ্যে কত জনের হজ্জ আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হইয়াছে? তিনি বলিলেন, কেবল ছয় জনের হজ্জ কবুল হইয়াছে। পীর আলী এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া জাগরিত হইলেন এবং নিজের হজ্জ কবুল না হওয়ার ভয়ে সমস্ত দিবস রোদন করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তৎপর রাত্রি তিনি মোজাদালেফাতে স্বপ্নযোগে আর দুই জন ফেরেশতাকে নাজিল হইতে দেখিলেন, তাহাদের একজন অন্যকে বলিলেন, এবার কত জনের হজ্জ কবুল হইয়াছে ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, প্রথমে কেবল ছয় জনের হজ্জ কবুল হইয়াছিল, তৎপরে ঐ ছয় জনের বরকত ও অছিলায় অবশিষ্ট ছয় লক্ষ লোকের হজ্জ কবুল হইয়াছে। পীর আলি এই স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া কান্দিয়া ফেলিলেন।

তৃতীয় ওয়াজ

মছজিদ ও জামায়াতের ফজিলত

(১) এবনো-হাব্বান উল্লেখ করিয়াছেন,—

شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَ خَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا ☆

"সমস্ত স্থানের মধ্যে বাজারগুলি নিকৃষ্টতম স্থান এবং সমস্ত স্থানের মধ্যে মছজিদগুলি শ্রেষ্ঠতম স্থান।"

(২) তেরমেজি উল্লেখ করিয়াছেন,—

اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيْلَ وَ مَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

'তোমরা যে সময় বেহেশ্তের উদ্যান সমূহে গমন কর, তখন উহাতে বিচরণ কর। কেহ বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, বেহেশতের উদ্যান সমূহ কি? হজরত বলিলেন, মছজিদ সমূহ। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, বিচরন করা কি? হজরত বলিলেন, ছুবহানাল্লাহ, অলহামদোলিল্লাহ, অলা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ অল্লাহো আকবর (উক্ত মছজিদে পাঠ করাকেই বেহেশতের উদ্যান বিচরণ করা বলা হয়।"

(৩) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ☆

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে একটি মছজিদ প্রস্তুত করে, আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি গৃহ প্রস্তুত করেন।"

(৪) তেরমেজি ও এবনো-মাজা,—

اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ☆

"যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে মছজিদের তত্ত্বাবধান করিতে দেখ, তবে তাহার ইমানের সাক্ষ্য প্রদান কর, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন,—"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের দিবসের প্রতি ইমান আনিয়াছে, কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহর মসজিদগুলির মেরামত (তত্ত্বাবধান) করিয়া থাকেন।"

(৫) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهٗ نُزُلَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ ☆

"যে ব্যক্তি প্রভাতে কিম্বা সন্ধ্যায় মছজিদের দিকে গমন করে, আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে প্রত্যেক প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অতিথি ভোজ প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।"

(৬) আবু দাউদ ও তেরমেজি উল্লেখ করিয়াছেন,—

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ☆

"অন্ধকার মছজিদে অধিক গমনশীল লোকদিগের কেয়ামতের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ প্রদান কর।"

(৭) ছহিহ মোছলেম,—

خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادَ بَنُوْسَلِمَةَ اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ بَلَغَنِىْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَا بَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ ☆

"মছজিদ (নাবাবি) পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে কতগুলি লোক স্থানান্তরিত হইল, ইহাতে বানু ছালেমা বংশের লোকেরা মছজিদের নিকট আবাস গৃহ নির্ম্মান করার ইচ্ছা করিলেন। হজরত নবি (ছাঃ) এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আমি অবগত হইয়াছি যে, তোমরা মছজিদের নিকটে গৃহ স্থানান্তরি করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ। তাঁহারা বলিলেন, হাঁ ইয়া রাছুলুল্লাহ, অবশ্য আমরা ইহা সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে বনি ছালেমা, তোমাদের আবাস ভূমিতে তোমরা অবস্থিতি করিতে থাক, তোমাদের পদচিহ্নের পরিমাণ নেকি লিখিত হইবে।"

(৮) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَاءَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ

بِـالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَ رَجُلَانِ تَحَابًّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ☆

"যে দিবস আল্লাহ্ তায়ালার (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য ছায়া থাকিবে না, সেই দিবস আল্লাহ সাতজন লোককে ছায়া প্রদান করিবেন, (১) ন্যায় বিচারক খলিফা (নেতা) (২) যে যুবক আল্লাহ্ তায়ালার এবাদাতে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে (সময় অতিবাহিত করিয়াছেন)। (৩) একজন লোক— যে সময় সে মসজিদ হইতে বাহির হয় যতক্ষণ তথায় প্রত্যাবর্ত্তন না করে, ততক্ষণ তাহার অন্তর উহার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। (৪) যে দুইটি লোক আল্লাহ তায়ালার খাতিরে প্রেম সুত্রে আবদ্ধ হইয়াছে—তাহারা উভয়ে উক্ত প্রেমে একত্রিত হয় এবং উহার উপরেই পৃথক হইয়া থাকে। (৫) যে লোকটি নিৰ্জ্জনে আল্লাহ্তায়ালাকে স্মরণ করিয়া চক্ষুদ্বয় দ্বারা অশ্রবর্ষণ করিয়াছেন। (৬) যে লোককে একটি সদ্বংশোদ্ভবা সুন্দরী স্ত্রীলোক (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করায় সে বলিয়াছিল, আমি আল্লাহ্তায়ালার ভয় করি। (৭) যে লোকটি একটি ছদ্‌কা দান করিয়াছে, এরূপ গোপনে উহা করিয়াছে যে, যাহা তাহার ডাইন হস্ত দান করিয়াছে, তাহা তাহার বাম হস্ত অবগত হইতে পারে নাই।

(৯) আহমদ ও তেরমেজি,—

فَاِذَا اَنَا بِرَبِّیْ تَبَارَکَ وَ تَعَالٰی فِیْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّیْکَ رَبِّ قَالَ فِیْمَ یَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰی قُلْتُ لَا اَدْرِیْ قَالَهَا ثَلٰثًا قَالَ فَرَاَیْتُهٗ وَضَعَ کَفَّهٗ بَیْنَ کَتِفَیَّ حَتّٰی وَجَدْتُ بَرْدَ اَنَامِلِهٖ بَیْنَ ثَدْیَیَّ فَتَجَلّٰی لِیْ کُلُّ شَیْءٍ وَ عَرَفْتُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّیْکَ رَبِّ قَالَ فِیْمَ یَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰی قُلْتُ فِی الْکَفَّارَاتِ قَالَ وَ مَا هُنَّ قُلْتُ مَشْیُ الْاَقْدَامِ اِلَی الْجَمَاعَاتِ وَ الْجُلُوْسُ فِی الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ حِیْنَ الْکَرِیْهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِیْمَ قُلْتُ فِی الدَّرَجَاتِ قَالَ وَ مَا هُنَّ قُلْتُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ لِیْنُ الْکَلَامِ وَ الصَّلٰوةُ وَ النَّاسُ نِیَامٌ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমি আমার মহিমান্বিত প্রতিপালক অতি উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন দর্শন করিয়াছিলাম তখন আল্লাহ বলিলেন, হে মোহাম্মদ! আমি বলিলাম, হে আমার প্রতিপালক, আমি হাজির আছি। আল্লাহ বলিলেন, কোন নেকী গ্রহণ করিতে আছমানি ফেরেশতাগণ একে অন্যে হইতে অগ্রগমন করিতে চেষ্টাবান হন ? আমি বলিলাম, আমি জানি না।

তিনি এইরূপ তিন বার বলিলেন। হজরত বলিয়াছেন তৎপরে আমি দর্শন করিলাম, আল্লাহতায়ালা আমার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যদেশে অপূর্ব জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিলেন, এমন কি আমি উহার মিষ্টতা আমার অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলাম, ইহাতে প্রত্যেক বিষয় আমার পক্ষে প্রকাশ হইল এবং আমি (প্রত্যেক বিষয়ের মর্ম্ম) অবগত হইলাম। তৎপরে আল্লাহ বলিলেন, হে মোহাম্মদ! আমি বলিলাম, হে আমার প্রতিপালক, আমি হাজির আছি। আল্লাহ বলিলেন, কোন নেকী লইবার জন্য আছমানী ফেরেশতাগণ বিরোধ করেন? আমি বলিলাম, কাফ্যারাত (গোনাহ মাফকারী বিষয়গুলি) সম্বন্ধে (তাহারা বিরোধ করেন)। আল্লাহ বলিলেন, উহা কি কি? আমি বলিলাম (১) জামায়াতের জন্য পদব্রজে গমন করা। (২) নামাজ সমূহের পরে মসজিদে (অজিফা পাঠের জন্য) বসিয়া থাকা। (৩) কষ্টের সময় (শীতকালে) সম্পূর্ণ ভাবে ওজু করা। আল্লাহ বলিলেন, আর কোন কার্য্যে (ফেরেশ্‌তাগণ বিরোধ করেন)? আমি বলিলাম, 'দরজা বৃদ্ধিকারী বিষয় সমূহে (তাহারা বিরোধ করেন)। আল্লাহ বলিলেন, উহা কি কি? আমি বলিলাম, (১) (দরিদ্রদিগকে) খাদ্য ভক্ষণ করান। (২) মিষ্ট কথা বলা। (৩) লোকে নিদ্রিত থাকে, সেই অবস্থায় নামাজ পড়া।"

(১০) এবনো মাজা,—

صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهٖ بِصَلٰوةٍ وَ صَلَاتُهٗ فِىْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلٰوةً وَ صَلَاتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ صَلَاتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلٰوةٍ وَ صَلَاتُهٗ فِىْ مَسْجِدِىْ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلٰوةٍ وَ صَلَاتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ ☆

একজন লোক নিজ গৃহে নামাজ পড়িলে, এক নামাজের ফল পাইবে। সে ব্যক্তি পল্লীবাসিদের মসজিদে (পাঞ্জগানা মসজিদে) নামাজ পড়িলে, ২৫ নামাজের ফল পাইবে। সে ব্যক্তি যে মসজিদে জোমা' পাঠ করা হয় উহাতে নামাজ পড়িলে ৫ শত নামাজের ফল পাইবে। সে ব্যক্তি বায়তুল মোকাদ্দছের মসজিদে নামাজ পড়িলে, ৫০ সহস্র নামাজের ফল পাইবে। সে ব্যক্তি আমার মসজিদে (মদিনার মসজিদে) নামাজ পড়িলে, ৫০ সহস্র নামাজের ফল পাইবে। সে ব্যক্তি মক্কা শরিফের মসজিদে নামাজ পড়িলে, এক লক্ষ নামাজের ফল পাইবে।

(১১) সহিহ মোসলেম,—

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ☆

"যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামায়াতে পড়িল, সে ব্যক্তি যেন অর্দ্ধেক রাত্রি নামাজ পড়িল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামায়াতে পড়িল, সে ব্যক্তি যেন সমস্ত রাত্রি নামাজ পড়িল।

(১২) সহিহ মোছলেম,—

اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُرَخِّصَ لَهٗ فَيُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِهٖ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ ☆

"(হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট একজন অন্ধ উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, ইয়া রাছুলে-খোদা, আমার এমন কোন লোক নাই,—যে আমার হস্ত ধরিয়া আমাকে মছজিদের দিকে লইয়া যায়। সে ব্যক্তি নিজ গৃহে নামাজ পড়িবার জন্য (হজরত) নবি (সাঃ) এর নিকট অনুমতি চাহিল। হজরত তাহাকে অনুমতি দিলেন। যখন সে ব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল, হজরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কি নামাজের আজান শ্রবণ করিয়া থাক ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ। হজরত বলিলেন, তবে তুমি জামায়াতে হাজির হইবে।

(১৩) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম—

وَ الَّـذِىْ نَـفْسِـىْ بِيَـدِهٖ لَقَـدْ هَـمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُـحْـطَـبُ ثُـمَّ اٰمُـرَبِا لصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّـــاسَ ثُـمَّ اُخَـالِفَ اِلٰى رِجَالٍ وَّ فِىْ رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ ☆

হজরত বলিয়াছেন, যে খোদার আয়াত্তাধীনে আমার প্রাণ আছে তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সত্যিই সঙ্কল্প করিয়াছি যে, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছি হুকুম করিব, তৎপর নামাজের আজান দিতে হুকুম করিব, তৎপরে একজনকে লোকদিগের এমামত করিতে হুকুম করিব, তৎপরে যে সমস্ত লোক নামাজে উপস্থিত না হয় তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের গৃহগুলি দগ্ধ করিব।

(১৪) আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন,—

হজরত বলিয়াছেন, যদি গৃহ সমূহে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারা না থাকিত, তবে আমি এশার নামাজের একামত দিয়া যুবকদিগকে হুকুম

করিতাম যে, তাহারা গৃহ সমূহ যাহা কিছু আছে তাহা অগ্নিতে দগ্ধীভূত করিয়া দেয়।"

(১৫) আবু দাউদ, নাছায়ি ও আহমদ :—

ما مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَ لَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ ☆

"যে পল্লী ও অরণ্যের তিন জন লোক থাকে এবং তাহাদের মধ্যে (জামায়াতের সহিত) নামাজ পাঠ না করা হয়, তাহাদের উপর শয়তান পরাক্রান্ত হয়। তুমি জামায়াত লাজেম করিয়া লও, কেননা নেকড়ে বাঘ বিচ্ছিন্ন ছাগকে গ্রাস করিয়া থাকে।"

(১৬) দারকুৎনি ,—

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلٰوةَ لَهُ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ

"যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া বিনা আপত্তি মছজিদে উপস্থিত না হয়, তাহার নামাজ কবুল হইবে না।"

(১৭) বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন,—

يَاتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ فِىْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْ هُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ ☆

"লোকের উপর এরূপ এক সময় উপস্থিত হইবে যে, তাহারা মছজিদ সমূহে দুনইয়া সংক্রান্ত বিষয়ের কথাবার্ত্তার স্থান করিয়া লইবে, তোমরা তাহাদের নিকট উপবেশন করিও না। আল্লাহ তাহাদের এবাদত কবুল করিবেন না।"

(১৮) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম

مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ

مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَأَذّٰى مِمَّا يَتَأَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ ☆

"যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় বৃক্ষের কিছু ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি যেন আমার মছজিদের নিকটে গমন না করে, কেননা লোকে ঐ বস্তু হইতে কষ্ট অনুভব করে ফেরেশতাগণ তাহা হইতে কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন।",

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, তামাক ইত্যাদি দুর্গন্ধময় বস্তু ভক্ষণ করিয়া সেই দুর্গন্ধ সহ মসজিদে গমন করা নিষিদ্ধ।

(১৯) মছজিদে দাখিল হইয়া বসিবার অগ্রে দুই রাকায়াত নামাজ পড়া ছুন্নত, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

(২০) ছহিহ মোছলেমে আছে,—

মছজিদে দাখিল হইয়া,—

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতেকা" পড়িবে এবং মছজিদ হইতে বাহির হওয়া কালে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আছয়ালোকা মিন ফাদ্‌লেকা " পড়িবে।

চতুর্থ ওয়াজ

জোমা'র বিবরণ

(১) কোরআন ছুরা জোময়া',—

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ☆

হে ঈমানদারগণ, যে সময় জোমা'র দিবস নামাজের জন্য আজান দেওয়া হয়, সেই সময় তোমরা আল্লাহর জেক্‌রের দিকে ধাবিত হও ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ কর।"

এই আয়াতে বুঝা যায়, জোমা'র আজানের পর ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ।

(২) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَ اُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمْ الَّذِىْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَ انَا اللّٰهُ لَهٗ وَ النَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ اَلْيَهُوْدُ غَدًا وَ النَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ☆

আমরা (দুনইয়াতে) শেষ এবং কেয়ামতের দিবস অগ্রগামী কিন্তু তাহারা আমাদের পূর্ব্বে কেতাব প্রদত্ত হইয়াছিলেন, এবং আমরা তাহাদের পরে উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জোমার দিবস তাহাদের উপর ফরজ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা তৎসম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলেন, তৎপরে আল্লাহ

আমাদিগকে উহার সঠিক সন্ধান অবগত করাইয়াছিলেন, লোক তৎসম্বন্ধে আমাদের অনুগামী, য়িহুদী দিগের জোমা (আমাদের জোমার) এক দিবস পরে এবং খ্রীষ্টানগণের জোমার দুই দিবস পরে।

(৩) মালেক আবুদাউদ ও তেরমেজি,—

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَ فِيْهِ اُهْبِطَ وَ فِيهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَ فِيْهِ مَاتَ وَ فِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ☆

"শ্রেষ্ঠতম দিবসে যাহার উপর সূর্য্যোদয় হইয়াছে, জোমার দিবস, উক্ত দিবসে আদম সৃজিত হইয়াছিলেন, উহাতে তিনি (পৃথিবীতে) নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার তওবা কবুল হইয়াছিল, উহাতে তিনি মত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উহাতে কেয়ামত সংঘঠিত হইবে।"

(৪) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُّسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ ☆

"নিশ্চয় জোমা'র দিবসে একটি সময় আছে-যে কোন মুসলমান বান্দা ঠিক সময়ে আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তাহার জন্য তাহা দান করিয়া থাকেন।"

এই কবুলের সময় নির্বাচনে মতভেদ হইয়াছে, একদল বলেন, জোমার খোৎবার জন্য এমামের মিম্বারে বসিবার সময় হইতে ফরজ নামাজ শেষ হওয়ার মধ্যে উক্ত সময়টি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। আর এক দল বলেন, আছর হইতে মগরেবের মধ্যে উক্ত সময়টি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

(৫) এবনো-মাজা,—

اَكْثِرُوا الصَّلٰوةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّه' مَشْهُوْدٌ يَّشْهَدُه' الْمَلَائِكَةُ وَ اِنَّ اَحَدًا لَّمْ يُصَلِّ عَلَىَّ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلَاتُه' حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِىُّ اللّٰهِ حَىٌّ يُّرْزَقُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা জোমা'র দিবস আমার উপর বেশী পরিমাণ দরুদ পাঠ কর, কেননা উক্ত দিবসকে উপস্থাপিত বলা হয়, ফেরেশতাগণ উক্ত দিবসে উপস্থিত হইয়া থাকেন। নিশ্চয় যে কেহ আমার উপর দরুদ পাঠ করে, উহা শেষ করা মাত্র আমার নিকট তাহার দরুদ পেশ করা হয়। হজরত আবুদ্দারদা বলেন, আমি বলিলাম, মৃত্যুর পরেও (কি আপনার উপর দরুদ পেশ করা হইবে?) তদুত্তরে হজরত বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ নবিগণের শরীর ভক্ষণ (নষ্ট) করা জমির উপর হারাম করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার নবি জীবিত, জীবিকা পাইয়া থাকেন।"

(৬) আবু নইম 'হুল্‌ইয়া' কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ مَّاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اُجِيْرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ☆

"যে ব্যক্তি জোমা'র দিবস কিম্বা রাত্রিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে ব্যক্তি গোরের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।"

(৭) হোমায়েদ উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ مَّاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُتِبَ لَهٗ اَجْرُ شَهِيْدٍ وَوُ فِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ☆

"যে ব্যক্তি জোমা'র দিবস মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার পক্ষে শহিদের ফল লিখিত হইবে এবং গোরের পরীক্ষা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।"

(৮) ছহিহ মোছলেম,—

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَا قُدِّرَ لَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ يُصَلِّيْ مَعَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَ فَضْلُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ☆

"যে ব্যক্তি গোছল করে, তৎপরে জোমা'তে উপস্থিত হয়, তৎপরে তাহার নির্দ্ধারিত নামাজ পড়ে, তৎপরে এমামের খোৎবা শেষ করা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকে, তৎপরে তাঁহার সহিত জোমা' পাঠ করে, তাহার আগত দশ দিবসের গোনাহ (ছগিরা) মাফ করা হয়।"

(৯) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ قَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَ مَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ ☆

" জোমা'র দিবস ফেরেশতাগণ মছজিদের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পর পর লিখিতে থাকেন, যে ব্যক্তি দ্বিপ্রহরে (মছজিদে) গমন করে, সে ব্যক্তি যেন একটি উষ্ট্র কোরবাণি করে, তৎপরে (সে ব্যক্তি তথায় গমন করে), সে ব্যক্তি যেন একটি গো কোরবাণি করে। তৎপরে (গমনশীল বক্তি) যেন একটি মেষ কোরবাণী করে। তৎপরবর্ত্তী ব্যক্তি যেন একটি মোরগী দান করে। তৎপরবর্ত্তী ব্যক্তি যেন একটি ডিম দান করে। এমাম যে সময় (খোৎবা পাঠের জন্য) বাহির হন, তাঁহারা খাতাগুলি জড়াইয়া খোৎবা শ্রবণ করিতে থাকেন।"

(১০) তেরমেজি, আবুদাউদ, নাছায়ি ও এবনে মাজা,—

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اغْتَسَلَ وَ بَكَّرَ وَ ابْتَكَرَ وَ مَشٰى وَ لَمْ يَرْكَبْ وَ دَنٰى مِنَ الْاِمَامِ وَ اسْتَمَعَ وَ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا ☆

"যে ব্যক্তি জোমার দিবস (কাপড় বা মস্তক) ধৌত করিল, গোছল করিল, প্রথম ওয়াক্তে মছজিদে উপস্থিত হইল এবং প্রথম খোৎবা পাইল, পদব্রজে গমন করিল, কোন বাহনের (ছওয়ারির) উপর আরোহণ করিল না, এমামের নিকট থাকিয়া খোৎবা শ্রবণ করিল এবং বাতীল কর্ম্ম করিল না, তাহার প্রত্যেক পায়ে এক বৎসরের রোজা ও রাত্রি জাগরণের নেকী হইবে।"

(১১) আহমদ,—

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْاِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا وَ الَّذِىْ يَقُوْلُ لَهٗ اَنْصِتْ لَيْسَ لَهٗ جُمُعَةٌ ☆

"যে ব্যক্তি জোমা'র দিবস এমাম খোৎবা পড়িতেছে এমতাবস্থায় কথা বলে, সে ব্যক্তি এরূপ গর্দ্দভের তুল্য যে কেতাবরাশি বহন করিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে চুপ কর বলে, তাহার ও জোমা' (কবুল) হইবেনা।"

সহিহ বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএতে আছে, 'যদি তুমি এমামের খোৎবা পাঠকালে নিজের সহচরকে চুপ কর বল, তবে নিশ্চয় তুমি বৃথা কার্য্য করিলে।"

(১২) তেরমেজি,—

مَنْ تَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ ☆

"যে ব্যক্তি জোমা'র দিবস লোকের ঘাড়ের উপর দিয়া (অগ্রের সারিতে) যায় সে ব্যক্তি দোজখের দিকে (পৌছিতে) একটি সেতু নির্ম্মান করিল।"

(১৩) দারকুৎনি,—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ☆

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের দিবসের প্রতি ইমান আনিয়াছেন, তাহার প্রতি জোমা'র দিবস জোমা' পাঠ করা লাজেম।"

(১৪) ছহিহ মোছলেম,—

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَ دْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ☆

সমস্ত শ্রেণীর লোক যেন জোমা'র নামাজ ত্যাগ করা হইতে বিরত থাকে, নচেৎ আল্লাহ তাহাদের অন্তরে মোহর করিয়া দিবেন, তৎপরে তাহারা অমনোযোগী শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া যাইবে।"

(১৫) আবুদাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ি,—

مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ

"যে ব্যক্তি তিন জোমা' উহার প্রতি অবহেলা করিয়া ত্যাগ করে, আল্লাহ তাহার অন্তরে মোহর করিয়া দেন।"

(১৬) শাফিয়ি,—

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَّا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ ☆

"যে ব্যক্তি বিনা আপত্তি জোমা' ত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি যে গ্রন্থ মুছিয়া না যায় এবং পরিবর্ত্তন না হয়, উহাতে 'মোনাফেক' বলিয়া লিখিত হয়।"

(১৭) ছহিহ মোছলেম,—

لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُّصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحْرِقَ عَلٰى رِجَالٍ يَّتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ ☆

"সত্যই আমি সঙ্কল্প করিয়াছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকেরা নামাজ পড়াইতে হুকুম করিব, তৎপরে যে ব্যক্তিরা জোমা' ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাদের গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিব।"

পঞ্চম ওয়াজ

তওবা ও এস্তেগফারের বিবরণ

(১) কোরআন, ছুরা নুর—

وَ تُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ

"হে ইমানদারগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর।"

(২) সহিহ মোছলেম,—

يَا اَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِىْ الْيَوْمِ

مِائَةَ مَرَّةٍ ☆

"হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহতায়ালার নিকট তওবা কর, কেননা নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট দৈনিক একশত বার তওবা করিয়া থাকি।"

(৩) সহিহ মোছলেম,—

اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ

كَانَتْ رَاحِلَتُهٗ بِاَرْضٍ فُلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَ

شَرَابُهٗ فَاَيِسَ مِنْهَا فَاَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا قَدْاَيِسَ

مِنْ رَاحِلَتِهٖ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ اِذْ هُوَ بِهَاقَائِمَةً عِنْدَهٗ فَاَخَذَ

بِخَطَامِهَا ☆

"একজন লোকের উট (ছওয়ারী) তৃণ পানি শুন্য জমিতে ছিল, উহার পৃষ্ঠে তাহার খাদ্য ও পানীয় ছিল, তৎপরে সেই পশুটি তাহার নিকট

হইতে পলায়ন করিল, ইহাতে সেই ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয় হইতে নিরাশ হইয়া একটি বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল, আপন উট (প্রাপ্তির আশা) হইতে নিরাশ হইয়া উক্ত বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিল, (এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে) হঠাৎ সে ব্যক্তি উক্ত উটটি নিজের নিকট দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহার নাকাল (নাসিকা-রুজ্জু) ধরিয়া ফেলিল। এইরূপ ব্যক্তি যেরূপ আনন্দে বিভোর হয়, নিশ্চয় আল্লাহ নিজ বান্দার তওবার জন্য যে সময় সে তাঁহার নিকট তওবা করে, উপরোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক আনন্দিত হন।"

(৪) সহিহ মোসলেম,—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَدَّثَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ وَ اللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلَانٍ وَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَأَلّٰى عَلَىَّ اِنِّىْ لَا اَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَ اَحْبَطْتُ عَمَلَكَ☆

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন লোক বলিয়াছিল খোদার শপথ, আল্লাহ অমুককে মার্জ্জনা করিবেন না। (তখন) আল্লাহ বলিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি শপথ করিয়া আমার উপর হুকুম জারি করে যে, আমি অমুককে মার্জ্জনা করিব না, নিশ্চয় আমি অমুককে মার্জ্জনা করিলাম এবং তোমার এবাদত নষ্ট করিয়া দিলাম।"

(৫) তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন,—

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِىْ وَ رَجَوْتَنِىْ

غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ وَ لَا اُبَالِيْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ لَوْبَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَ لَا اُبَالِيْ ☆

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, হে আদম সন্তান, নিশ্চয় তুমি যত দিবস আমার নিকট দোয়া করিবে ও আশা রাখিবে, আমি তোমার যে কোন গোনাহ থাকুক না কেন তোমাকে মার্জ্জনা করিব এবং (তজ্জন্য) আমি ইতস্ততঃ করিনা। হে আদম সন্তান, যদি তোমার গোনাহ রাশি শূন্যমার্গের মেঘমালা পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায়, তৎপরে তুমি আমার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা কর, তবে আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিব, এবং (তজ্জন্য) আমি ইতস্ততঃ করিব না।"

(৬) তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন,—

اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِيْ قَلْبِهٖ فَاِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهٗ وَ اِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوَا قَلْبُهٗ فَذٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ☆

নিশ্চয় ইমানদার ব্যক্তি যে সময়ে গোনাহ করে, তখন একটি কাল তিলক তাহার অন্তরে (অঙ্কিত) হয়, যদি সে ব্যক্তি তওবা করে এবং মাফ চায়, তবে তাহার অন্তর পরিস্কৃত হয়। আর যদি (গোনাহ) অধিক করিতে থাকে, তবে উক্ত কাল তিলক বিস্তৃত লাভ করে, এমন কি উহা তাহার অন্তরটি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ইহাই উক্ত মরিচা যাহা আল্লাহতায়ালা

(নিম্নোক্ত আয়তে) উল্লেখ করিয়াছেন। আয়তটি এই,—"কখনই না, বরং তাহারা যাহা করিত, তাহা তাহাদের অন্তরে মরিচা হইয়াছে।"

(৭) আহমদ উল্লেখ করিয়াছেন,—

اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبْرَحُ اُغْوِىْ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِىْ وَ جَلَالِىْ وَ اِرْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَا اَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِىْ ☆

"নিশ্চয় শয়তান বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, তোমার মর্য্যাদার সাক্ষ্য, আমি তোমার বান্দাগণকে, যত দিবস তাহাদের প্রাণ তাহাদের দেহে থাকিবে, তত দিবস ভ্রান্ত করিতে থাকিব, ইহাতে মহামহিমান্বিত প্রতিপালক বলিয়াছিলেন, আমার সম্মান, মাহাত্ম ও উচ্চ মর্য্যাদার সাক্ষ্য যত দিবস তাহারা আমার নিকট মাফ চাহিবে, তত দিবস আমি তাহাদিগকে মাফ করিতে থাকিব।"

(৮) তেরমেজি ও এবনো-মাজা,—

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهٗ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلَعُ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهٖ وَ ذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَاتِىْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ☆

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা পশ্চিম আকাশে (সুর্য্যাস্ত স্থানে) 'তওবার দ্বার স্থির করিয়াছেন,—যাহা ৭০ সহস্র বৎসর প্রস্থ, যত দিবস সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় না হয়, তত দিবস উহা রুদ্ধ করা হইবে না। মহামহিন্বিত আল্লাহ এই মর্ম্মেই বলিয়াছেন, "যে দিবস তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন উপস্থিত হইবে, (সেই সময়) যে ব্যক্তি তৎপূর্ব্বে ঈমান না আনিয়াছিল তাহার ঈমান ফলদায়ক হইবে না।"

(৯) তেরমেজি ও এবনো-মাজা,—

إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ☆

"নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন, যতক্ষণ তাহার প্রাণ কণ্ঠদেশে উপস্থিত না হয়।"

(১০) তেরমেজি ও এবনো-মাজা—

كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ ☆

"প্রত্যেক আদম সন্তান গোনাহগার, গোনহগারদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণ তওবাকারীগণ উত্তম।

(১১) সহিহ মোছলেম,—

إِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ☆

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা যত দিবস সূর্য্য উহার অস্ত স্থান হইতে উদয় না হয়, তত দিবস, দিবসের গোনাহগার তওবা করিবে, প্রতীক্ষায় রাত্রিকালে মার্জ্জনার দ্বার খুলিয়া রাখিয়া দেন এবং রাত্রির গোনাহগার তওবা করিবে প্রতীক্ষায় দিবসে মার্জ্জনার দ্বার খুলিয়া রাখিয়া দেন।

(১২) আহমদ ও আবুদাউদ,—

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ☆

"যে ব্যক্তি এস্তেগফার' করা জরুরী নিয়ম করিয়া লয়, আল্লাহ তাহার জন্য প্রত্যেক সঙ্কট হইতে মুক্তির পথ এবং প্রাত্যক বিষাদ (কালিমা) হইতে নিষ্কৃতি স্থির করেন এবং সে ধারণায় আনিতে না পারে এরূপ তাহাকে জীবিকা প্রদান করেন।"

এই হাদিছে বুঝিতে পারা যায় যে, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী কালে সকলে অধিক পরিমাণ 'এস্তেগফার' পাঠ করিলে উক্ত মহামারী দূরীভূত হইয়া যায়। ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে।

(১৩) আহমদ,—

"নিশ্চয় আল্লাহ বেহেস্তের মধ্যে সৎ বান্দার জন্য দরজা উন্নত করিবেন, ইহাতে সে ব্যক্তি বলিবে, হে প্রতিপালক, আমি কোথা হইতে এই দরজা প্রাপ্ত হইলাম ? তখন আল্লাহ বলিবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য মার্জ্জনা চাহিয়াছিল, এই জন্য তুমি এই দরজা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

(১৪) বয়হকি—

"গোরবাসী মৃত সমুদ্রগর্ভে নিমর্জ্জিত উদ্ধার প্রার্থীর তুল্য— পিতা-মাতা ভাই কিম্বা বন্ধুর নিকট হইতে কোন দোয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়, সে ব্যক্তি এই আশা আকাঙ্খা করে। যে সময় তাহার নিকট কোন দোয়া পৌঁছিয়া যায়, তখন উহা তাহার পক্ষে পৃথিবী ও উহার মধস্থিত বিষয় অপেক্ষা সমধিক প্রীতিজনক হয়। নিশ্চয় আল্লাহ ও গোরবাসীদিগের উপর জমিবাসীদের দোয়ার কল্যাণে পর্ব্বতমালার তুল্য রহমত প্রেরণ করেন। জীবিত লোকেরা মৃতদের জন্য যে মাফ চাহিয়া থাকে, তাহা উপঢৌকন (তোহফা) স্বরূপ তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া থাকে।"

(১৫) সহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

"ইস্রাইল বংশধরগণের মধ্যে একজন লোক.......... মহা গোনাহ করিয়াছিল, তৎপরে সে ব্যক্তি তাহার তওবা কবুল হইবে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে বাটী হইতে বাহির হইয়া একজন দরবেশকে (তাপসকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার তওবা কবুল হইবে কি ? তিনি বলিলেন, না ইহাতে সে .... জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তৎশ্রবণে একজন লোক বলিল, তুমি অমুক অমুক গ্রামে গমন কর, তোমার তওবা কবুল হইবে। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইল, ইহাতে সে ব্যক্তি সেই দিকে নিজের বক্ষকে ঝুকাইয়া দিল এবং মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত হইল। রহমতের ফেরেশতাগণ ও আজাবের ফেরেশতাগণ তাহার আত্মা গ্রহণ সম্বন্ধে বিরোধ করিতে লাগিলেন, তখন আল্লাহ যে গ্রামের দিকে সেই ব্যক্তি গমন করিতেছিল, উহার নিকটবর্ত্তী হওয়ার এবং যে গ্রাম হইতে বাহির হইয়াছিল, উহার দুরবর্ত্তী হওয়ার আদেশ প্রদান করিলেন এবং তৎপরে বলিলেন, তোমরা (এই ব্যক্তির হিসাবে) উভয় গ্রামের দূরত্ব পরিমাণ কর। অনন্তর পরিমাণ করার পর দেখা গেল যে, সে অর্দ্ধেকের এক বিঘত পরিমাণ অধিক পথ অতিক্রম করিয়াছে, তখন আল্লাহ তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন।

(১৬) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

"যখন কোন ব্যক্তি কোন গোনাহ করিয়া বলে, হে আমার প্রতিপালক আমি গোনাহ করিয়াছি, তুমি উহা মাফ কর, তখন তাহার প্রতিপালক বলেন, তাহার একজন প্রতিপালক আছেন,—গোনাহ মাফ করিতে পারেন এবং তজ্জন্য শাস্তি দিতে পারেন, ইহা আমার বান্দা জানে কি ? আমি আমার বান্দাকে মাফ করিলাম। তৎপরে সে ব্যক্তি কিছুকাল সাধুতা অবলম্বন করিতে রহিল এবং ইহার পরে একটি গোনাহ করিয়া বলিল, হে আমার প্রভু, আমি একটি গোনাহ করিয়াছি, তুমি উহা মাফ

কর। তখন আল্লাহ্ বলেন, তাহার একজন প্রভু আছেন গোনাহ্ মাফ করিয়া থাকেন এবং উহার শাস্তি দিয়া থাকেন, ইহা কি আমার বান্দা অবগত হইয়াছে ? আমি আমার বান্দাকে মাফ করিলাম। তৎপরে সে ব্যক্তি কিছু কাল বেগোনাহ্ অবস্থায় থাকিয়া একটি গোনাহ্ করিয়া বলে, হে আমার মালিক, আমি অন্য একটি গোনাহ্ করিয়াছি, তুমি উহা মাফ কর, আল্লাহ উল্লিখিত প্রকার বলিয়া তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।"

(১৭) সহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَ اِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ بِهٖ هٰكَذَا اَىْ بِيَدِهٖ فَذَبَّهٗ عَنْهُ ☆

"নিশ্চয় ঈমানদার ব্যক্তি নিজের গোনাহ্ রাশিকে ধারণা করে যেন সে ব্যক্তি পর্ব্বতের নিম্নে উপবিষ্ট রহিয়াছে—পর্ব্বত তাহার উপর পতিত হইবে, এই আশঙ্কা করিতে থাকে। আর দুষ্ক্রিয়াশীল (ফাছেক) নিজের গোনাহ্ রাশিকে একটি মক্ষিকার ন্যায় ধারণা করে—তাহার নাসিকার উপর বসিয়াছেন, তৎপরে সে হস্তের ইশারা করিয়া উহা বিতাড়িত করে।"

(১৮) এবনো মাজা ও দারমি,—

اِيَّاكَ وَ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا

"তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহ হইতে বিরত থাক, কেন না নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে একজন প্রতিশোধ গ্রহণকারী আছে।"

মাদারেজন্নবুয়াতে লিখিত আছে, হাশর প্রান্তরে হিসাব কালে একজন লোকের নেকী বদীর উভয় পাল্লা সমান হইবে, এমতাবস্থায় খোদাতায়ালা বলিবেন, হে ফেরেশতাগণ এই ব্যক্তি এক দিবস নিজের

মাতার সাক্ষাতে আহ্ শব্দ বলিয়াছিল, ইহাতে মাতার অন্তর ব্যথিত হইয়াছিল, এই গোনাহটি ইহার বদীর পাল্লাতে স্থাপন কর। উক্ত ক্ষুদ্র গোনাহটি পাল্লাতে স্থাপন করা মাত্র বদীর পাল্লাটি ঝুকিয়া পড়িবে তখন তাহাকে দোজখে লইয়া যাওয়ার হুকুম করা হইবে।

(১৯) তেরমেজি ও নাছায়ী,—

لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ ☆

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ভয়ে ক্রন্দন করে, সে ব্যক্তি যতক্ষণ দুগ্ধস্তনে প্রত্যাবর্ত্তন না করিবে, ততক্ষণ দোজখে প্রবেশ করিবে না।

(২০) বয়হকি,—

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِبْكُوْا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا فَتَبَاكُوْا فَاِنَّ اَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِى النَّارِ تَسِيْلَ دُمُوْعُهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ كَاَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلُ الدِمَاءُ فَتَقَرَّحُ الْعُيُوْنُ فَلَوْاَنَّ سُفُنًا اُزْجِيَتْ لَجَرَتْ ☆

"হে লোক সকল, তোমরা ক্রন্দন কর, আর যদি তোমরা উহাতে সক্ষম না হও, তবে ক্রন্দন করিতে সাধ্য সাধনা কর, কেন না দোজখবাসীরা দোজখে রোদন করিতে থাকিবে, এমন কি তাহাদের চেহারাতে ঝরণার ন্যায় অশ্রূ প্রবাহিত হইতে থাকিবে, এমন কি অশ্রূ নিঃশেষিত হইয়া রক্তের ঝরণা প্রবাহিত হইতে থাকিবে। যদি উহাতে নৌকা সমূহ প্রেরণ করা যায়, তবে তৎসমূদয় প্রবাহিত হইবে।

(২১) সহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

اِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فِبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَ بِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطُفُ الْوَحْشُ عَلٰى وَلَدِهَا وَاَخَّرَ اللّٰهُ تِسْعًا وَّ تِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ☆

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার একশত রমহত (অনুগ্রহ) আছে, তন্মধ্য হইতে একটি রহমত জ্বেন, মনুষ্য, চতুষ্পদ ও বিষধর জন্তু গুলির মধ্যে অবতারণ করিয়াছেন, উহার কল্যাণে একটি অপরটির প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে ও বন্য পশুরা নিজেদের শাবকগুলির প্রতি সহানুভূতি করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহতায়ালা ৯৯টি রহমত বাকি রাখিয়াছেন, যদ্দারা তিনি কেয়ামতে নিজ বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিবেন।"

(২২) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ عَشَرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ☆

"নিশ্চয় আল্লাহ নেকী ও বদী সকল লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি নেকী করার ইচ্ছা করিয়া উহা না করে, আল্লাহ তাহার জন্য নিজের নিকট (নামায়-আমলে) একটি পূর্ণ নেকী লিখিয়া রাখেন। আর যদি সে ব্যক্তি উহার ইচ্ছা করিয়া উহা সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তাহার জন্য নিজের নিকট দশ নেকী হইতে সাত শত গুণ বা বহুগুণ নেকী লিখিয়া রাখেন। আর যে ব্যক্তি একটি বদীর ইচ্ছা করিয়া উহা না করে, আল্লাহ তাহার জন্য নিজের নিকট একটি পূর্ণ নেকী লিখিয়া রাখেন। যদি সে ব্যক্তি উহার ইচ্ছা করিয়া সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তাহার জন্য একটি গোনাহ লিখিয়া রাখেন।"

(২৩) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

"একদল বন্দী (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিল, তাহার স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ নির্গত হইতেছিল। সে উক্ত দলের মধ্যে কোন শিশুকে পাইলে, বক্ষে ধারণ করিয়া তাহাকে দুগ্ধ পান করাইত। তখন হজরত আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি ধারণা করিতে পার যে, এই স্ত্রীলোকটি নিজের সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে পারে ? আমরা বলিলাম না। হজরত বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটি নিজের সন্তানের প্রতি যেরূপ দয়াশীল, আল্লাহ নিজের বান্দাগণের প্রতি তদপেক্ষা সমধিক দয়াশীল।"

(২৪) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

لَنْ يُّنْجِىَ اَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوْا وَ لَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَ لَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهٖ فَسَدِّدُوْا وَ قَارِبُوْا وَ اغْدُوْا وَ رُوْحُوْا وَ شَىْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ وَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا☆

"তোমরা কাহাকেও তাহার সৎকার্য্য মুক্তি (নাজাত) প্রদান করিতে পারিবে না। সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা আপনার সৎকার্য্য কি আপনাকে মুক্তি দিতে পারিবে না, তিনি বলিলেন, আমিও না, কিন্তু যদি আল্লাহ নিজ রহমত দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া ফেলেন, (তবে আমি তাহার আজাব হইতে রক্ষা পাইব) কাজেই তোমরা ন্যায়ভাবে সৎকার্য্য করিতে থাক, বিনা কমি বেশী আমল করিতে থাক, প্রভাতে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রির অন্ধকারে কিছু এবাদত কর এবং মধ্যম ধরণে বন্দিগি করিতে থাক, তবে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইবে।"

(২৫) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ اَحَدٌ وَ لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدٌ ☆

আল্লাহতায়ালার নিকট যে শাস্তি রহিয়াছে, যদি ইমানদার ব্যক্তি তাহা অবগত হইতে পারিত, তবে কেহই তাঁহার বেহেশতের আশা আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষন করিতে পারিত না। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট যে শাস্তি রহিয়াছে, যদি তাহা কাফের ব্যক্তি জানিত, তবে কেহ তাঁহার বেহেশত হইতে নিরাশ হইত না।

(২৬) ছহিহ বোখারী,—

اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَ النَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ ☆

বেহেশত তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে তাহার পাদুকার 'তাছামা' (বেষ্টনকারী চর্ম্ম) অপেক্ষা সমধিক নিকটবর্ত্তী এইরূপ দোজখেও তোমাদের প্রত্যেকের সেইরূপ নিকটবর্ত্তী।

(২৭) সহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ

আল্লাহ্ বলিয়াছেন, আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমি তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দিব, আমি তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া থাকি। আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব, যথার্থ আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব।

হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা যেরূপ বেহেশতের ওয়াদা করিয়াছেন, সেইরূপ দোজখের ভয় দেখাইয়াছেন। যদিও তোমার নেক আমল খুব বেশী হয়, তবু তুমি আল্লাহ্ তায়ালার আজাব হইতে নির্ভীক হইও না। যদি ও তোমার গোনাহ বহু বেশী হয় তবু তুমি আল্লাহ্তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। যদিও তুমি সাত আসমান ও জমি পরিমাণ নেকী করিয়া থাক, তবু তুমি এই ভয় করিতে থাকিবে যে, এই নেকী কবুল হইয়াছে কি না ? আর যদিও সেই পরিমাণ গোনাহ করিয়া থাক, তবু তাঁহার মাফ হইতে নিরাশ হইও না। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "তুমি আমার বান্দাগণকে সংবাদ দাও যে, অবশ্য আমি মাফকারী, দয়াশীল আর নিশ্চয় আমার আজাব অতি কঠিন।"

ইমানদারের সৌভাগ্যের চিহ্ন এই যে, জীবদ্দশায় আজাবের ভয়কে বলবৎ রাখে এবং মৃত্যুকালে মাফ ও রহমতের আশাকে বলবৎ রাখে।

(২৮) বয়হকি,—

اَلدَّوَاوِيْنُ ثَلٰثَةٌ دِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ الْاِشْرَاكَ بِاللّٰهِ

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ دِيْوَانٌ

لَا يَتْرُكُهُ اللّٰهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ

بَعْدِ وَدِيْوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللّٰهُ بِهٖ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللّٰهِ فَذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ اَنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ وَ اِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ ☆

"নামায় আমল তিন প্রকার। এক প্রকার আল্লাহ মাফ করিবেন না, (উহা) আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক করা (অংশী) স্থাপন করা।)"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলিতেছেন,—"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার সহিত শরিক করা মাফ করিবেন না।"

এক প্রকার (বিনা হিসাবও প্রতিশোধ গ্রহণে) আল্লাহ ছাড়িয়া দিবেন না, উহা বান্দাগণের মধ্যে একে অন্যের প্রতি অত্যাচার—যতক্ষণ না একে অন্য হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তৃতীয় প্রকার সম্বন্ধে আল্লাহ ইতস্তঃ করেন না, উহা বান্দাগণের খোদার হুকুম অমান্য করা, ইহা আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যাস্ত থাকে- যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে মাফ করিয়া দেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, তবে তজ্জন্য শাস্তি প্রদান করেন।

পাঠক, মনে রাখিবেন, তওবার জন্য প্রথমে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে। দ্বিতীয় তদ্রুপ গোনাহ পুনরায় না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিবে, তৃতীয় সেই গোনাহ কার্য্যের জন্য পরকালে শাস্তি পাইতে হইবে এই ভয় করিতে থাকিবে, চতুর্থ খোদার নিকট ক্ষমা পাইবার আশা করিবে, পঞ্চম— অতীতকালে যে সমস্ত ফরজ নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে, তাহার কাজাও পুরণ করিতে থাকিবে, ষষ্ঠ— কাহারও নিকট হইতে অন্যায় করিয়া কিছু লইয়া থাকিলে, তাহা ফেরৎ দিবে, ফেরৎ দিবার উপায় না থাকিলে, তাহার নিকট ক্ষমা লইবে, যাহাকে তাহার প্রাপ্য বস্তু দেওয়া হয় নাই, তাহাকে সেই বস্তু দিয়া দিবে, উপায় না থাকিলে, মাফ লইবে, কাহারও কোন ক্ষতি করিয়া থাকিলে, বা কাহারও মনে দুঃখ দিয়া থাকিলে, তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যদি ভ্রমক্রমে একটি কপর্দ্দকও কাহারও নিকট হইতে বেশী লইয়া থাকে, তবে যত্নপূর্ব্বক তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া উহা

ফেরৎ দিবে, কিন্তু নিতান্ত পক্ষে তাহাকে অনুসন্ধান না পাইলে, তাহার উত্তরাধিকারিগণকে উহা ফেরৎ দিবে। অভাবপক্ষে মালিকের পক্ষ হইতে উহা দরিদ্রকে দান করিবে। কাহারও নিন্দা করিয়া থাকিলে, তাহার নিকট ক্ষমা লইবে, যদি সে ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে উক্ত মৃতের জন্য খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত পদ, রসনা উদর ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে সমস্ত গোনাহ করিয়াছে, তৎসমস্তের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বহু সৎকার্য্য করিবে। সপ্তম দৈনিক অতি কম শতবার এস্তেগফার করিতে থাকিবে।

ষষ্ঠ ওয়াজ

জেকরের বিবরণ

১। কোর-আন,—

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُو اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ☆

"হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহতায়ালার বহু পরিমাণ জেকর কর।"

২। কোর-আন,—

وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ☆

'এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের জেকর কর এবং তাঁহার দিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়।"

৩। কোর-আন,—

وَاذْكُرْرَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

"এবং তুমি বিনীতভাবে, আতঙ্কিতচিত্তে অন্তরের মধ্যে এবং অল্প অল্প আওয়াজে প্রভাত ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের জেকর কর এবং তুমি অমনোযোগী দলের অন্তর্ভূক্ত হইও না।"

৪। কোর-আন,—

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

"যাহারা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার জেকর করিয়া থাকেন।"

৫। কোর-আন,— (ছুরা নুর)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ☆

"কতকগুলি পুরুষ আছেন—যাহাদিগকে ব্যবসায় ও ক্রয় বিক্রয় আল্লাহতায়ালার জেকর হইতে বিরত রাখিতে পারে না।"

৬। তেরমেজি,—

اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ اِلَىَّ بِشَىْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ☆

"নিশ্চয় একজন লোক বলিয়াছিল, ইয়া রাছুলে-খোদা, অবশ্য ইসলামের আহকাম আমার উপর বহু বেশী হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমাকে (বহু ফলদায়ক) অল্প কার্য্যের সংবাদ দিন—যাহা আমি সর্ব্বদা আমল করিতে পারি। হজরত বলিলেন, তোমার রসনা সর্ব্বদা আল্লাহতায়ালার জেকরে সংলিপ্ত থাকুক।"

৭। তেরমেজি ও আহমদ,—

جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَ حَسُنَ عَمَلُهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ تفَارِقُ الدُّنْيَا وَ لِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ☆

"একজন অরণ্যবাসী লোক (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, কোন ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তির আয়ু দীর্ঘ ও আমল উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই সুসংবাদ ও সৌভাগ্যের উপযুক্ত। সেই লোকটি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, কোন কার্য্য উৎকৃষ্ট ? তিনি বলিলেন, তোমার রসনা আল্লাহতায়ালার জেক্‌রে সংলিপ্ত থাকে, এই অবস্থায় তোমার মৃত্যমুখে পতিত হওয়া।"

৮। সহিহ মোছলেম,—

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَه‘ ☆

"যে কোন দল আল্লাহতায়ালার জেকর করা উদ্দেশ্যে উপবেশন করে, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখেন, রহমত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ নিজের নিকটবর্ত্তী ফেরেশতাগণের সমক্ষে তাহাদের আলোচনা করেন।"

৯। সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَ الَّذِىْ لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ

"যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের জেকর করে, আর যে ব্যক্তি (তাঁহার) জেকর না করে, এতদুভয়কে জীবিত ও মৃতের সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে।"

১০। সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَ اَنَا مَعَه‘ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ

ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَ اِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ ☆

"আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দা আমার সহিত যেরূপ ধারণা রাখে, আমি তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করি। যখন সে আমার জেকর করে, তখনই আমার অনুগ্রহ তাহার সহকারী হয়। যদি সে অন্তরে আমার জেকর করে, আমি অস্পষ্টে তাহার জেকরের ফল দিয়া থাকি। আর যদি সে জামায়াতের মধ্যে আমার জেকর করে, তবে আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জামায়াতের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাহার সমালোচনা করি।"

১১। সহিহ মোছলেম,—

مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَ مَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً ☆

"যে ব্যক্তি এক বিঘত আমার নৈকট্য লাভে ধাবিত হয়, আমার রহমত এক হস্ত তাহার দিকে অগ্রসর হয়। আর যে ব্যক্তি এক হস্ত আমার নৈকট্য লাভে ধাবিত হয়, আমার রহমত এক বাঁও তাহার দিকে অগ্রসর হয়। আর যে ব্যক্তি পদব্রজে আমার দরবারে উপস্থিত হয়, আমার রহমত সবেগে তাহার দিকে ধাবিত হয়।

১২। সহিহ বোখারী,—

আল্লাহতায়ালার কতকগুলি ফেরেশতা আছেন—তাঁহারা জেকরকারিদিগের অনুসন্ধানে পথ সমূহে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা একদল লোককে আল্লাহতায়ালার জেকর করিতে দেখেন, তখন

তাঁহাদের একে অন্যকে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলেন, তোমরা নিজেদের মনোবাঞ্ছার দিকে সবেগে ধাবিত হও। ইহাতে তাহারা নিজেদের পক্ষ দ্বারা উক্ত জেকরকারীদিগকে প্রথম আসমান পর্য্যন্ত পরিবেষ্ঠন করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের অবস্থা সমধিক অবগত হইয়াও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাগণ কি বলিতেছেন? তাঁহারা বলেন, উক্ত বান্দাগণ তোমার তছবিহ ও তকবির পাঠ করিতেছেন। আল্লাহ বলেন, উক্ত বান্দাগণ কি আমার দর্শন লাভ করিয়াছেন? তদুত্তরে তাঁহারা বলেন না, খোদার শপথ, তাহারা তোমার দর্শন লাভ করেন নাই, আল্লাহ বলেন, যদি তাহারা আমাকে দেখিতে পাইতেন, তবে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইত? ফেরেশতাগণ বলেন, যদি তাহারা তোমাকে দেখিতে পাইতেন, তবে তাহারা তোমার সমধিক এবাদতকারী, তোমার সমধিক মাহাত্ম ঘোষণাকারী ও তোমার সমধিক তছবিহ পাঠকারী হইতেন। আল্লাহ বলেন, তাহারা কি বিষয় যাচ্ঞা করিতেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, তাহারা আমার নিকট বেহেশত যা৷ করিতেছে। আল্লাহ বলেন, তাহারা কি উক্ত বেহেশত দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন না, খোদার শপথ, হে প্রতিপালক, তাহারা উহা দেখে নাই। আল্লাহ বলেন, যদি তাহারা উহা দেখিতে পাইত, তবে তাহাদের অবস্থা কি হইত ? ফেরেশতাগণ বলেন, যদি তাহারা উহা দেখিত, তবে তাহারা উহার সমধিক প্রত্যাশী, উহার সমধিক প্রার্থী ও উহার সমধিক আগ্রহান্বিত হইত। আল্লাহ বলেন, (তাহারা) কি বিষয় হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, (তাহারা) দোজখ হইতে (নিষ্কৃতি চাহিতেছে)। আল্লাহ বলেন, তাহারা কি দোজখ দেখিয়াছে ? ফেরেশতাগণ বলেন, না খোদার শপথ, হে প্রতিপালক, তাহারা উহা দেখে নাই। আল্লাহ বলেন, যদি তাহারা উহা দেখিত, তবে তাহাদের কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ বলেন, যদি তাহারা উহা দেখিত, তবে তাহারা উহা হইতে সমধিক পলায়ণ কারী এবং উহার সমধিক আশঙ্কাকারী হইত। আল্লাহ

বলেন, আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিতেছি, নিশ্চয় আমি তাহাদের গোনাহ মাফ করিলাম। ফেরেশতাগণের মধ্যে একজন বলেন, অমুক ব্যক্তি উক্ত জেকরকারিদিগের অন্তর্ভূক্ত নহে, সে ব্যক্তি কোন কার্য্যে (এস্থলে) আগমন করিয়াছিল। আল্লাহ বলেন, তাহাদের সভাষদ ব্যক্তি হতভাগ্য হইবে না।

১৩। সহিহ তেরমেজি,—

اِذَا مَـرَرْتُـمْ بِـرِيَـاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالُوْا وَ مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حَلَقُ الذِّكْرِ ☆

"তোমরা যে সময় বেহেশতের উদ্যান সমূহে গমন কর, তখন কিছু লাভ কর (বিচরণ কর), সাহাবাগণ বলিলেন, বেহেশতের উদ্যান সমূহ কি ? হজরত বলিলেন, জেকরের চক্র (হালকা) সমূহ অর্থাৎ তোমরা জেকরকারী জামায়াতের নিকট উপস্থিত হইতে, তাঁহাদের সহিত জেকর করিতে সংলিপ্ত হও। এস্থলে হজরত এইরূপ জেকরের মজলিসকে বেহেশতের উদ্যান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

১৪। মালেক, তেরমেজি ও এবনো মাজা,—

اَلَا اُنَبِّـئُـكُـمْ بِـخَيْـرِ اَعْـمَالِكُمْ وَ اَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ اَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَ الْوَرَقِ وَ خَيْـرٍ لَّـكُـمْ مِـنْ اَنْ تَـلْـقَـوْا عَـدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَ يَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমি তোমাদের উৎকৃষ্ট আমলের—যাহা তোমাদের মালেকের নিকট সমধিক পবিত্র, যাহা তোমাদের দরজার

(মর্য্যাদার) হিসাবে সমধিক উন্নত, যাহা তোমাদের পক্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাহা তোমাদের পক্ষে তোমাদের শত্রুর সহিত সংগ্রাম করতঃ তাহাদের প্রাণ-বধ বা তোমাদের শাহাদাত অপেক্ষা উত্তম, এইরূপ আমলের সংবাদ তোমাদিগকে প্রদান করিব কি ? সাহাবাগণ বলিলেন, হাঁ। হজরত বলিলেন, উহা আল্লাহতায়ালার জেকর।

১৫। রজিন উল্লেখ করিয়াছেন,—

"অমনোযোগীদলের মধ্যে একজন জেকরকারী পলাতক (পরাজিত) সৈন্যদলের পশ্চাতে একজন সংগ্রাম-লিপ্ত যোদ্ধার ন্যায়। অমনোযোগী দলের মধ্যে একজন জেকরকারী (শুষ্ক) তরুরাজির মধ্যে একটি সজীব বৃক্ষের ন্যায়। অমনোযোগী শ্রেণীর মধ্যে একজন জেকরকারী অন্ধকার গৃহে একটি প্রদীপের ন্যায়। অমনোযোগী সম্প্রদায়ের মধ্যস্থিত জেকরকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা তাহার জীবদ্দশাতেই বেহেশতের স্থান পরিদর্শন করাইবেন।"

১৬। বয়হকি,—

لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَ صَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّٰهِ وَ مَا مِنْ شَيْءٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ☆

"প্রত্যেক বিষয়ের শানযন্ত্র আছে, অন্তর সমূহের শানযন্ত্র আল্লাহতায়ালার জেক্র আল্লাহতায়ালার জেক্রের তুল্য তাঁহার শাস্তি হইতে সমধিক মুক্তিদায়ক অন্য বস্তু নাই।"

১৭। বোখারী,—

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَ اِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ ☆

"শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে সর্ব্বদা উপবিষ্ট থাকে, যখন উক্ত আদম সন্তান আল্লাহতায়ালার জেকর করে, শয়তান পলায়ন করে, আর যে সময় আদম সন্তান জেক্‌র ভুলিয়া যায়, শয়তান কুমন্ত্রণা প্রদান করে।"

১৮। তেরমেজি

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَ اَنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِى ☆

"তোমরা আল্লাহতায়ালার জেক্‌র ব্যতীত অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করিও না, কেননা আল্লাহতায়ালার জেকর ব্যতীত অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় হৃদয় কাঠিন্যের কারণ হইয়া থাকে। নিশ্চয় লোকদের মধ্যে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিই আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভে সমধিক বঞ্চিত হয়।"

১৯। বয়হকি,—

اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مِلَاكِ هٰذَا الْاَمْرِ الَّذِىْ تُصِيْبُ بِهٖ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ وَ اِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ ☆

"আমি কি তোমাকে এই ইসলামের উৎকৃষ্ট অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিব না—যদ্বারা তুমি ইহ-জগৎ ও পর-জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে ? তুমি জেক্‌রকারী সম্প্রদায়ের সভাসমূহে যোগাদান করা জরুরী স্থির করিয়া লও, আর যদি তুমি নির্জ্জনে থাক' তবে নিজের সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার জেক্‌রে নিজের রসনাকে সংলিপ্ত রাখ।"

২০। সহিহ বোখারি,—

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَ لِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُه' بِالْحَرْبِ وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ مَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُه' فَاِذَا اَحْبَبْتُه' فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِه وَ بَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِه وَ يَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِه وَ اِنْ سَاَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّه' وَ لَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّه' ☆

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সহিত শত্রুতা ভাব পোষণ করে' আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করার সংবাদ দিতেছি। আমার বান্দা আমার নির্দ্ধারিত ফরজ আদায় করিয়া যেরূপ আমার নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়, এইরূপ আমার সমধিক পীতিজনক অন্য কোন কার্য্য নাই-যদ্বারা বান্দা উক্ত প্রকার নৈকট্য লাভ করিতে পারে। আমার বান্দা নফল এবাদতগুলি দ্বারা সর্ব্বদা আমার নৈকট্য লাভ করিতে থাকে, এমন কি আমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, আর যখন আমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, তখন আমি তাহার কর্ণ হইয়া যাই—যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই—যদ্দ্বারা সে দর্শন করিয়া থাকে, আমি তাহার হস্ত হইয়া যাই—যদ্দ্বারা সে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং আমি তাহার পা হইয়া যাই—যদ্দ্বারা সে গমন করিয়া থাকে—অর্থ্যাৎ তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত পদ আল্লাহতায়ালার সম্মতি ব্যতীত পরিচালিত হয় না), যদি সে

ব্যক্তি আমার নিকট যাচ্ঞা করে, তবে আমি নিশ্চয় তাহাকে উহা প্রদান করিয়া থাকি এবং যদি সে ব্যক্তি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে আমি তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া থাকি।"

২১। এবনো মাজা,—

اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُؤُا ذُكِرَ اللّٰه

"আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের সংবাদ প্রদান করিব না? সাহাবাগণ বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাছুলে খোদা। হজরত বলিলেন, যাঁহাদের দর্শন লাভ করিলে, আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণে জাগরিত হইয়া পড়ে, তাঁহারাই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।"

ইহা অলিউল্লাহ শ্রেণীর লক্ষণ।

২২। সহিহ মোছলেম,—

"যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, তখন তিনি জিব্রাইল (আঃ) কে ডাকিয়া বলেন, আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তুমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর। তখন (হজরত) জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি আছমানে ঘোষণা করিয়া বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তোমরাও তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর। তখন আছমানবাসিগণ তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। তৎপরে জমিতে (অর্থাৎ জমিবাসিদিগের অন্তরে) তাঁহার প্রেম ও ভক্তি নিক্ষেপ করা হয়।"

ইহা অলিউল্লাহ হওয়ার লক্ষণ।

২৩। ছহিহ্ মোছলেম,—

"হাঞ্জালা অছায়দি বলিয়াছেন, (হজরত) আবুবকর (রাঃ) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, হে হাঞ্জালা, তুমি কেমন আছ? আমি বলিলাম,

হাঞ্জালা মেনাফেক (কপট) হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, ছোবহানাল্লাহ, তুমি কি বলিতেছ? আমি বলিলাম আমরা রাছুলুল্লাঃ (ছাঃ) এর নিকট থাকি, তিনি আমাদের নিকট দোজখ ও বেহেশতের সমালোচনা করিয়া থাকেন, যেন আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাই। তৎপরে যখন আমরা (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট হইতে বাহির হইয়া যাই, তখন আমরা স্ত্রী সন্তান, জমি ও উদ্যানের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া (বেহেশ্‌ত দোজখের কথা) একেবারে ভুলিয়া যাই। আবু বকর বলিলেন, খোদার শপথ, সত্যই আমরা ঐরূপ ভাবান্ন হইয়া থাকি। তখন আমি ও আবু বকর (রাঃ) রওয়ানা হইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, হাঞ্জালা মোনাফেক হইয়া গিয়াছে। হজরত বলিলেন, উহা কি, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ আমরা আপনার নিকট থাকি, আপনি দোজখ ও বেহেশতের বর্ণনা আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন যেন আমরা স্বচক্ষে উহা দেখিতে পাই। যখন আমরা আপনার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাই, তখন আমরা স্ত্রী, সন্তান, জমি ও উদ্যানের সহিত মিলিত হইয়া (উহা) একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাই। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, যাহার আয়ত্বধীনে আমার প্রাণ আছে তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা আমার নিকট যে অবস্থায় থাক, যদি তোমরা এই অবস্থায় ও জেকরে সর্ব্বদা সংলিপ্ত থাকিতে, তবে সত্যই তোমাদের শয্যায় ও গমন পথে ফেরেশতাগণ তোমাদের সহিত মোছাফাহা করিতেন, কিন্তু হে হাঞ্জালা, এক সময় (খোদার হক আদায় কর) অন্য সময় (নিজের হক আদায় কর।)"।

সপ্তম ওয়াজ

হালাল রুজির বিবরণ

১। কোর-আন,— (ছুরা জুমা)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"যে সময় নামাজ সমাপ্ত করা হইবে তখন তোমরা জমিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ কর।"

২। কোর-আন,—

لِاِ يْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ وَالصَّيْفِ ☆

"(আশ্চর্য্যান্বিত হও) শীত গ্রীষ্মকালে বিদেশ যাত্রায় কোরা-এশদিগের আসক্তির জন্য—তাহাদের আগ্রহের জন্য।"

কোরাএশগণ বৎসরে দুইবার বানিজ্যের জন্য বিদেশ যাত্রা করিতেন, একবার শীতকালে ইমন দেশের দিকে এবং দ্বিতীয় বার গ্রীষ্মকালে শাম (সিরিয়া) দেশের দিকে যাত্রা করিতেন। এই বানিজ্য তাঁহারা আবশ্যকীয় বস্তুগুলি স্বদেশে আনয়ন করিতেন এবং ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হইতেন। তাহাই এই আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। সহিহ বোখারী,—

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَ اِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ☆

"নিজের হস্তের উপার্জ্জিত বস্তু ভক্ষণ করা অপেক্ষা কেহ কখন

উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করে নাই। নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নবী দাউদ (আঃ) নিজের হস্তদ্বয়ের উপার্জ্জিত বস্তু ভক্ষণ করিতেন।"

হজরত আদম (আঃ) কৃষিকার্য ও বস্ত্র বয়ন করিতেন। হজরত নুহ (আঃ) সুত্রধর, হজরত ইদরিছ (আঃ) দরজি, হজরত হুদ ও ছালেহ (আঃ) ব্যবসায়ী, হজরত এব্রাহিম ও লুত (আঃ) কৃষক ছিলেন। হজরত শোয়াএব (আঃ) মেষ ও ছাগল পালক ছিলেন। দাউদ (আঃ) কর্ম্মকার ছিলেন—জেরা প্রস্তুত করিতেন। হজরত ছোলায়মান (আঃ) থলি, চেটাই ও পাখা প্রস্তুত করিতেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও স্বোপার্জ্জিত বস্তু ব্যতীত ভক্ষণ করিতেন না।—তফছির আজিজি, ২৯৩/২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। বয়হকি,—

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

"(অন্যান্য) ফরজের পরে হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা একটি ফরজ।"

৫। সহিহ মোছলেম,—

اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَ قَالَ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَ مَشْرَبُهُ

حَرَامٌ وَ مَلْبَسُه' حَرَامٌ وَ غُذِىَ بِاالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ ☆

"নিশ্চয় আল্লাহপাক, তিনি পাক বস্তু ব্যতীত গ্রহণ (কবুল) করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ রাছুলগণের প্রতি যে বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন, ইমানদারগণের প্রতি সেই বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ বলিয়াছেন, হে রাছুলগণ। তোমরা পাক বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর এবং সৎকার্য কর। আরও আল্লাহ্ বলিয়াছেন, হে ইমানদারগণ ! আমার প্রদত্ত পাক জীবিকা ভক্ষণ কর তৎপরে তিনি এক ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন যে, রক্ষণ কেশ ধূলায় ধূষিত অবস্থায় বিদেশে বহু সময় অতিবাহিত করে, দুইখানি হস্ত আছমানের দিকে উত্তোলন করিয়া হে প্রতিপালক হে প্রতিপালক (বলিতে থাকে), অথচ তাহার খাদ্য, পানীয় ও পোষাক হারাম হইতে হইয়াছে এবং সে ব্যক্তি হারামে প্রতিপালিত হইয়াছে, কিরূপে তাহার দোয়া কবুল করা যাইবে?

৬। সহিহ বোখারি,—

يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ ☆

"লোকের উপর এরূপ এক সময় উপস্থিত হইবে যে, লোক যাহা উপার্জন করিল তাহা হালাল হইতে কিম্বা হারাম হইতে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবেন না।"

৭। সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ

وَعِرْضِهٖ وَ مَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ ☆

"হালাল প্রকাশ্য, হারাম প্রকাশ্য এতদুভয়ের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহ বিশিষ্ট বিষয় আছে, অনেক লোক তৎসমস্তের অবগত নহে। যে ব্যক্তি সন্দেহ বিশিষ্ট বস্তু সমূহ ত্যাগ করে, সে নিজ 'দ্বীন ও সম্ভ্রম রক্ষা করিল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহ বিশিষ্ট বস্তু সমূহে পতিত হইল, সে ব্যক্তি হারামে পতিত হইল।"

৮। আহমদ,—

لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهٗ فِيْهِ وَ لَا يَتْرُكُهٗ خَلْفَ ظَهْرِهٖ اِلَّا كَانَ زَادَهٗ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوْ السَّيِّءَ بِا لسَّيِّءِ وَ لٰكِنْ يَمْحُوْ السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوْ الْخَبِيْثَ ☆

"বান্দা হারাম অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক ছদকা (দান) করিলে, তাহার উক্ত দান গৃহীত (মকবুল) হয় না, উহার কিছু অংশ ব্যয় করিলে, তাহার পক্ষে উহাতে বরকত দেওয়া হয় না এবং উহা মৃত্যু অন্তে ত্যাগ করিয়া গেলে, উহা তাহার দোজখের পাথেয় হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ নাপাক অর্থ গোনাহ মাফ করেন না। কিন্তু পাক অর্থে গোনাহ মাফ করেন। নিশ্চয় নাপাক বস্তু নাপাক বস্তুকে দূর করিতে পারে না।"

৯। আহমদ দারমি ও বয়হকি,—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَ كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ ☆

"যে মাংস হারাম হইতে বর্দ্ধিত হইয়াছে, উহা বেহেশতে প্রবেশ করিবে না, হারাম কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত মাংসের পক্ষে দোজখের অগ্নি সমধিক উপযুক্ত।"

১০। আহমদ ও বয়হকি,—

مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ فِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ صَلٰوةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ☆

"যে ব্যক্তি-দশ দেরমে একখানা বস্ত্র ক্রয় করে এবং উহার মধ্যে একটী হারাম দেরম থাকে, যতক্ষণ উক্ত বস্ত্রখানা তাহার পরিধেয় থাকে, ততক্ষণ তাহার নামাজ গৃহীত (মকবুল) হইবে না।"

১১। তেরমেজি ও এবনো-মাজা,—

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَا بَاسَ بِهٖ حَذَرًا لِمَا بِهٖ بَاسٌ ☆

"বান্দা যতক্ষণ দোষিত হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য দোষিত বস্তু ত্যাগ না করে, ততক্ষণ পরহেজগার শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।"

১২। আহমদ, তেরমেজি ও বোখারি,—

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيَةٌ وَاِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ ☆

"যাহা তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ করে, তুমি তাহা ত্যাগ কর, যাহা তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ না করে, (তুমি তাহাই গ্রহণ কর), কেননা সত্য শান্তিজনক ও অসত্য সন্দেহ জনক।"

১৩। আহমদ ও দারমি,—

নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, হে ওয়াবেছা, তুমি নেকী বদী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করণেচ্ছায় আসিয়াছ কি ? আমি বলিলাম, হাঁ। তখন হজরত অঙ্গুলিগুলি একত্রিত করিয়া তাহার বক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক তিনবার বলিলেন, তুমি তোমার নফছের (জীবাত্মার) নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা কর, তোমার অন্তরের নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা কর। যে কার্য্যের নফ্‌ছ ও মনের শান্তি হয় তাহাই নেকি, আর যাহা চিত্তচাঞ্চল্য ও মনের অশান্তি উৎপাদন করে, তাহাই—গোনাহ, যদিও লোকে তোমাকে (উহা করিতে) ফৎওয়া দেন।"

অষ্টম ওয়াজ

হারাম রুজির বিস্তারিত বিবরণ

১। কোর-আন,—

اَلَّـذِيْـنَ يَـاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ☆

"যাহারা সুদ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারা (গোর ভেদ করিয়া) দণ্ডায়মান হইবে না, কিন্তু যেরূপ ঐ ব্যক্তি (অচৈতন্য অবস্থায়) দণ্ডায়মান হয়—যাহাকে শয়তান স্পর্শ করিয়া পাগল করিয়া দিয়াছে। (অর্থাৎ জ্বেনগ্রস্ত রোগী যেরূপ অচৈতন্য অবস্থায় দণ্ডায়মান হয়, সুদ-খোর শ্রেণী সেইরূপ গোর ভেদ করিয়া অচৈতন্য অবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে)।

(২) কোর-আন—

يَـاَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوآ اِنْ كُـنْـتُـمْ مُـؤْمِـنِيْـنَ ० فَـاِنْ لَّـمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ع وَ اِنْ تُبْتُـمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ع لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُـظْلَمُوْنَ० وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّ قُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ०

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ কর—যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা (এইরূপ) না কর, তবে আল্লাহ এবং তাঁহার রাছুলের পক্ষ হইতে জেহাদের ঘোষণাবাণী শ্রবণ কর।

আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের পক্ষে তোমাদের মূলধনগুলি (প্রাপ্ত হইবে), তোমরা (কাহারও) প্রতি অত্যাচার করিবে না এবং কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে না। আর যদি সে ব্যক্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তবে (তাহার) অবস্থাপন্ন হওয়া অবধি অবকাশ দেওয়ার হুকুম আছে। আর তোমাদের মাফ করিয়া দেওয়া তোমাদের পক্ষে সমধিক উৎকৃষ্ট যদি তোমরা জ্ঞান লাভ করিতে পার।"

খাজেনে ও মায়ালেমে লিখিত আছে, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস ফেরেশতাগণ (যুদ্ধের জন্য) সুদ-খোরদিগকে অস্ত্র ধারণ করিতে আদেশ করিবেন।

৩। সহিহ মোছলেম,—

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اٰكِلِ الرِّبٰوا وَ مُوْ كِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ☆

"সুদ-খোর সুদ-দাতা, উহার (দলীল) লেখক এবং উহার সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত প্রাদন করিতে বলিয়াছেন, তাহারা (পরিমাণে না হইলেও মূল গোনাহ কার্য্যের) তুল্য।"

(৪) আহমদ ও এবনো-মাজা—

اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ اَكَلَةُ الرِّبٰوا ☆

"মেরাজের রাত্রিতে আমি একদল লোকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহাদের উদর গৃহের ন্যায়, উহার মধ্যে সর্পসকল ছিল,

তাহাদের উদরের বহির্দ্দেশ হইতে উক্ত সর্পগুলি পরিলক্ষিত হইতেছিল। আমি বলিলাম, হে জিবরাঈল, ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, ইহারা সুদ-খোর শ্রেণী।"

৫। বয়হকি—

دِرْهَمُ رِبُوا يَاْ كُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّ ثَلٰثِيْنَ زِيْنَةً ☆

"অবগত হওয়া সত্ত্বেও একজনের সুদের একটী দেরহাম ভক্ষণ করা ৩৬ বার জেনা (ব্যভিচার) অপেক্ষা সমধিক কঠিন।"

৬। এবনো-মাজা ও দারমি,—

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ اٰخِرَ مَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبٰوا وَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُبِضَ وَ لَمْ يُفَسِّرُهَا لَنَا فَدَعُوْا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ ☆

ওমর বেনেল-খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় সুদের আয়াত শেষে নাজিল হইয়াছিল, নিশ্চয় (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এন্তেকাল করিয়াছেন, অথচ তিনি উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই, কাজেই তোমরা সুদ এবং সুদের সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ কর।"

৭। এবনো মাজা ও বয়হকি,—

اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهٗ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَ لَا يَقْبَلْهَا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهٗ وَ بَيْنَهٗ قَبْلَ ذٰلِكَ ☆

"যদি তোমাদের কেহ কর্জ্জ দেয় তৎপরে ঋণী ব্যক্তি উক্ত

ঋণদাতাকে উপঢৌকন প্রদান করে কিম্বা তাহাকে চতুষ্পদের উপর আরোহণ করায়, তবে ঋণদাতা ব্যক্তি যেন উহার উপর আরোহণ না করে এবং উক্ত উপঢৌকন গ্রহণ না করে, কিম্বা যদি তাহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ আদান প্রদান ইতিপূর্ব্বে প্রচলিত থাকে, (তবে দোষ হইবে না)।"

৮। সহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمُهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ

بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ ☆

"আল্লাহ তায়ালা য়িহুদীদিগকে ধ্বংস করুন, কেননা যে সময় আল্লাহ মৃতের চর্ব্বি হারাম করিয়াছিলেন সেই সময় তাহারা সেই চর্ব্বি গলাইয়া (দ্রবীভূত করিয়া) তৎপরে উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য ভক্ষণ করিয়াছিল।"

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, হিলা করিয়া হারাম ভক্ষণ করা জায়েজ নহে।

৯। সহিহ বোখারি,—

হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন (হজরত) আবুবকর (রাঃ) র একটী ক্রীতদাস ছিল। সে নিজের উপার্জ্জিত অর্থ তাহাকে প্রদান করিত। (হজরত) আবুবকর তাহার উপার্জ্জিত অর্থ ভক্ষণ করিতেন, এক দিবস সেই ক্রীতদাস কিছু আনয়ন করিল, উক্ত হজরত তাহা ভক্ষণ করিলেন। ক্রীতদাস তাঁহাকে বলিল, ইহা কি, তাহা আপনি জানেন কি ?

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উহা কি? ক্রীতদাস বলিল, আমি জাহেলিয়তের জামানায় একটী লোকের অদৃষ্ট গণনা করিয়াছিলাম, অথচ আমি সুন্দররূপে অদৃষ্ট গণনা করিতে পারিতাম না, কিন্তু নিশ্চয় আমি তাহাকে প্রতারিত করিয়াছিলাম সেই ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে উহা প্রদান করিয়াছে, ইহাই আপনিভক্ষণ করিয়াছেন। (হজরত)

আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, তখন (হজরত) আবু বকর নিজের হস্ত (মুখের মধ্যে) প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিজের উদরস্থ প্রত্যেক খাদ্য বমন করিয়া ফেলিলেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, অদৃষ্ট গণনা করিয়া ও ফাল খুলিয়া যে টাকা গ্রহণ করা হয়, উহা হারাম।

১০। মালেক ও বয়হকি,—

"জায়েদ-বেনে-আছলাম বলিয়াছেন, (হজরত) ওমার-বেনে খাত্তাব (রাঃ) দুগ্ধপান করিয়া উহা পছন্দ করিলেন, তৎপরে যে ব্যক্তি তাহাকে উহা পান করাইয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইদুগ্ধ কোথা হইতে আনয়ন করিয়াছ ? সে ব্যক্তি তাঁহাকে অবগত করাইল যে, সে একটী কুণ্ডার নিকট উপস্থিত হইয়া জাকাতের উটগুলি দেখিতে পাইল, উটের পরিচালকগণ উটগুলিকে পানি পান করাইতেছিল, উহাদের দুগ্ধ দোহন করিতেছিল, আমি উহা মশকে করিয়া আনিয়াছি। ইহাই সেই দুগ্ধ ইহাতে (হজরত) ওমার মুখে হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়া বমন করিয়া ফেলিলেন !

১১। কোর-আন,— (ছুরা বাকারাহ্)।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ

"আল্লাহ সুদ ধ্বংস করেন এবং ছদকা সকল বৃদ্ধি করেন।"

১২। এবনে-মাজা ও বয়হকি,—

اِنَّ الرِّبٰوا وَ اِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ اِلٰى قُلٍّ

"সুদ যদিও অধিক হইতে অধিকরত হইয়া থাকে, অথচ উহার পরিমাণ হ্রাস-প্রাপ্তি হইয়া থাকে,"

১৩। আহমদ আবুদাউদ ও নাছায়ী,—

لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقِىٰ اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلُ الرِّبَا فَاِنْ لَمْ يَاْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهٖ وَ يُرْوٰى مِنْ غُبَارِهٖ ☆

"লোকের উপর একটি সময় উপস্থিত হইবে, (সেই সময়) কেহই সুদ-খোর না হইয়া যাইবে না। যদি কোন ব্যক্তি সুদ-খোর না হয়, তবে সুদের ধুম (অন্যের রেওয়াএতে) সুদের ধুলি তাহার মধ্যে পৌঁছিবে।"

অর্থাৎ শেষ যুগে হয় লোক সুদ-খোর হইবে না হয়, তাহাদের দাওত বা উপঢৌকন (তোহফা) গ্রহণকারী হইবে, কাজেই সকলেই সুদ-খোর হইবে।

১৪। সহিহ্ মোছলেম,।—

اِيَّاكُمْ وَ كَثْرَةَ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهٗ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ☆

"তোমরা ক্রয় বিক্রয় অধিক হলফ (শপথ) করিও না, কেনন না উহা (ব্যবসাকে) উন্নত করে, তৎপরে (উহা) ধ্বংস করিয়া ফেলে।"

১৫। তেরমেজি ও এবনো-মাজা,—

اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَ بَرَّ وَ صَدَقَ ☆

"ব্যবসায়ীগণ কেয়ামতের দিবস দুস্ক্রিয়শীল (ফাছেক) রূপে পুনরুত্থিত হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাভীরু হয়, পরোপকারী হয় ও সত্যবাদী হয়, (সেই ব্যক্তির অবস্থা স্বতন্ত্র)।"

১৬। তেরমেজি,—

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ ☆

"মহাসত্যবাদী বিশ্বাস-ভাজন ব্যবসায়ী, কেয়ামতে নবিগণ, ছিদ্দিকগণ ও শহিদগণের সঙ্গী হইবে।"

১৭। এবনো-মাজা,—

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهْ لَمْ يَزَلْ فِى مَقْتِ اللّٰهِ اَوْلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ ☆

'যে ব্যক্তি কোন দূষিত বস্তু (উহার দোষ) প্রকাশ নাকরিয়া বিক্রয় করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা আল্লাহতায়ালার কোপে (নিমগ্ন থাকে) কিম্বা ফেরেশতাগণ তাহার প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করেন।"

১৮। সহিহ মোছলেম,—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَه' فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُه' بَلَلًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا جَعَلْتَه' فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ ☆

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) গমের স্তুপের (ঢেরীর) নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের হস্ত উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, ইহাতে তাঁহার অঙ্গুলি গুলি আর্দ্র হইয়া (ভিজিয়া) গেল। তখন হজরত বলিলেন, হে গম-বিক্রেতা, ইহা কি ?

সে বলিল ইয়া রাছুলুল্লাহ, উহাতে মেঘের পানি পতিত হইয়াছে। হজরত বলিলেন, তুমি আর্দ্র অংশগুলি গমের উপরিভাগে স্থাপন করিলেন না কেন, তাহা হইলে লোকে উহা দেখিয়া লইত। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে ব্যক্তি আমার পথের পথিক নহে।"

১৯। কোর-আন,— (ছুরা তাফফিফ)।

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّ زَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

"সেই অসম্পূর্ণ পরিমাণকারীদিগের প্রতি আক্ষেপ—যাহারা লোকের নিকট যখন পরিমাণ করিয়া লয়, তখন পূর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকে, আর যখন তাহাদিগকে পরিমাণ করিয়া দেয়, অথবা তাহাদিগকে তৌল করিয়া দেয়, তখন ক্ষতি করিয়া থাকে।"

২০। সহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ ☆

"যে ব্যক্তি অত্যাচার সহকারে এক বিঘত জমি কাড়িয়া লয়, নিশ্চয় কেয়ামতের দিসব সেই জমি সাত স্তর জমি পর্য্যন্ত (কাটিয়া লইয়া) তাহার গল-বন্ধন করা হইবে।"

২১। সহিহ বোখারি,—

مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْأً بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرَضِيْنَ

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কিছু জমি কাড়িয়া লয়, কেয়ামতের দিবস তাহাকে সাত স্তর জমি পর্য্যন্ত প্রোথিত করিয়া ফেলা হইবে।"

২২। সহিহ্ মোছলেম,—

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ

"যে ব্যক্তি জমির চিহ্ন (আইল) পরিবর্ত্তন করে, আল্লাহ তাহার প্রতি অভিসম্পাত প্রেরণ করেন।"

২৩। সহিহ বোখারি,—

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ ☆

"আল্লাহ বলিয়াছেন, তিনজন লোক এরূপ আছে যে, আমি নিজেই কেয়ামতের দিবসে তাহাদের সহিত বিরোধ করিব—(১) একব্যক্তি আমার নিকট অঙ্গীকার (মানসা) করিয়া মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির পরে অঙ্গীকারভঙ্গ করিয়াছিল। (২) একব্যক্তি-স্বাধীন মানুষ বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য ভক্ষণ করিয়াছিল। (৩) এক ব্যক্তি চাকর নিয়োজিত করিয়াছিল, তৎপরে তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ কার্য্য করাইয়া লইল, অথচ তাঁহাকে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিল না।"

২৪। বয়হকি ও এবনো-মাজা,—

مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ☆

"যে ব্যক্তি নিজ উত্তরাধিকারীকে (ওয়ারেছকে) তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত করে, আল্লাহ কেয়ামতের দিবস তাহাকে তাহার প্রাপ্য বেহেশত হইতে বঞ্চিত করিবেন।"

২৫। সহিহ মোছলেম,—

رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ ☆

"আমি উক্ত দোজখের একজন আকর্ষণকারী লোককে দেখিয়াছি—দোজখে তাহার নাড়িভুড়ি টানিয়া বাহির করা হইতেছে, সে আকর্ষণী দ্বারা হাজীদের (জিনিসপত্র) চুরি করিয়া লইত। যদি কেহ ইহা জানিতে পারিত, তবে সে বলিত, উক্ত বস্তু আমার আকর্ষণীতে লাগিয়া আসিয়াছে। আর যদি কেহ ইহা জানিতে না পারিত, তবে সে উহা লইয়া যাইত।"

২৬। কোর আন, (ছুরা বাকারাহ্)।

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

"তোমরা পরস্পর অন্যায়ভাবে একে অন্যের অর্থ ভক্ষণ করিও না এবং অন্যায়ভাবে লোকের কতক অর্থ ভক্ষণ করিবে, এই ধারণায় তোমরা উহা বিচারকগণের নিকট উপস্থিত করিও না অথচ তোমরা (তোমাদের অসত্যপরায়ণ হওয়া সম্বন্ধে) অবগত আছ।"

তফছির খাজেনে লিখিত আছে যে, এমরাউল-কয়েছে, রবিয়া বেনে আবদানকে তাহার জমি বে-দখল করিয়াছিল, রবিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, তোমার প্রমাণ (সাক্ষী) আছে কি? সে ব্যক্তি বলিল, না হজরত, এমরাউল-কয়েছকে হলফ করিতে বলেন, ইহাতে সে হলফ করিতে উদ্যত হন। হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একজনের অর্থ আত্মসাৎ করা উদ্দেশ্যে হলফ করে, কেয়ামতের দিবস খোদা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহার উপর দয়া প্রকাশ করিবেন না, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়।

এই আয়তে অন্যায়ভাবে লোকের অর্থ গ্রাস করার বিষয় আছে, উহা কয়েক প্রকার হইতে পারে, প্রথম অত্যাচার করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া বা সজোরে কাড়িয়া লইয়া কাহারও অর্থ গ্রাস করা। দ্বিতীয় দ্যুতক্রীড়া, সঙ্গীত বাদ্য বা কোন প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিয়া বা নেশাকর বস্তু বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করা। তৃতীয় অন্যায় বিচার করিয়া বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যে উৎকচ গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ গচ্ছিত বস্তু মালিককে না দেওয়া।

২৭। সহিহ বোখারি ও মোসলেম,—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَنَابَشَرٌ وَاِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اِنْ يَّكُوْنَ الْحَنَ بِحُجَّتِهٖ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضِىْ لَهٗ عَلٰى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهٗ بِشَىْءٍ مِّنَ النَّارِ ☆

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি মনুষ্য ব্যতীত নহি, অবশ্য তোমরা আমার নিকট বিরোধ উপস্থিত করিয়া থাক, তোমাদের

একে নিজ প্রমাণ প্রয়োগে অন্য অপেক্ষা সমধিক সুবক্তা অনুমিত হয়, কাজেই আমি তাহার নিকট যাহা শ্রবণ করি, তদুনযায়ী তাহার সানুকুলে ব্যবস্থা বিধান করি। যে ব্যক্তিকে তাহার ভ্রাতার স্বত্ব প্রদান করি, সে যেন কিছুতেই উহা গ্রহণ না করে, কেননা আমি তাহাকে অগ্নির একাংশ প্রদান করিয়া থাকি।

২৮। সহিহ মোসলেম,—

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ

النَّارَ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِّنْ اَرَاكٍ ☆

"যে ব্যক্তি নিজ শপথ দ্বারা একজন মুসলমানের হক স্বত্ব আত্মসাৎ করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহার জন্য দোজখের অগ্নি ওয়াজেব করেন এবং তাহার উপর বেহেশত হারাম করেন, ইহাতে তাহাকে এক ব্যক্তি বলিল যদিও সামান্য বস্তু হয় ইয়া রাছুলুল্লাহ, হজরত বলিলেন, যদিও পিলু বৃক্ষের একটী শাখা হয়।"

সমাপ্ত